না কোন শূন্যতা মানি না

আল মাহমুদ

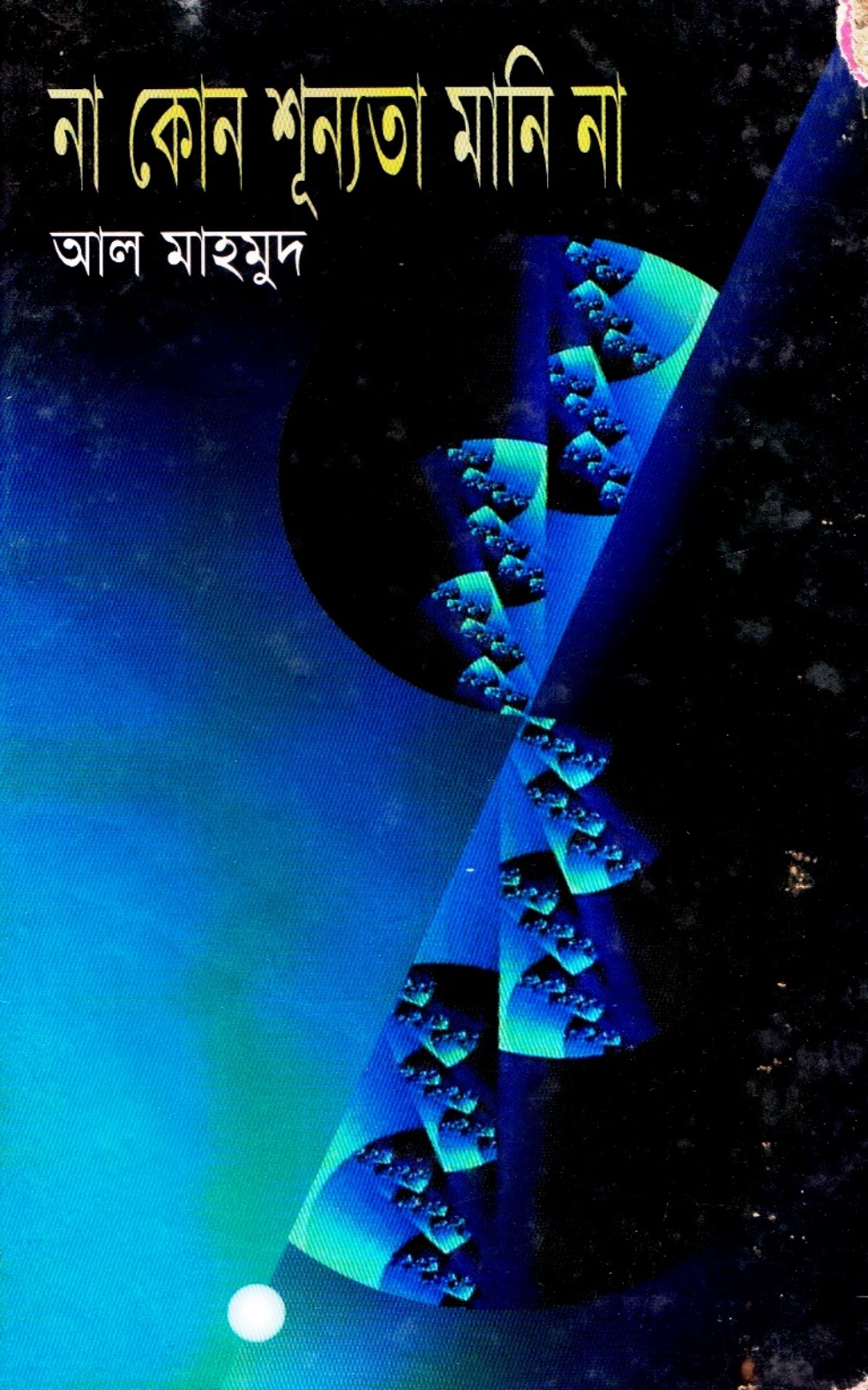

আল মাহমুদ ব্রাহ্মণবাড়িয়া শহরের একটি ব্যবসায়ী পরিবারে ১১ই জুলাই ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। একুশ বছর বয়স পর্যন্ত এ শহরে এবং কুমিল্লা জেলার দাউদকান্দি থানার অন্তর্গত জগৎপুর গাঁয়ের সাধনা হাই স্কুলে এবং পরে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড হাই স্কুলে পড়াশোনা করেন। এ-সময়েই লেখালেখি শুরু। ঢাকা ও কলকাতার সাহিত্য-সাময়িকীগুলোতে ১৯৫৪ সাল থেকে তাঁর কবিতা প্রকাশ পেতে থাকে। কলকাতার নতুন সাহিত্য, চতুষ্কোণ, চতুরঙ্গ, ময়ূখ ও কৃত্তিবাসে লেখালেখির সুবাদে ঢাকা ও কলকাতার পাঠকদের কাছে তাঁর নাম সুপরিচিত হয়ে ওঠে। এ-সময় বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি কবিতা ছাপা হলে সমসাময়িক কবি-মহলে তাঁকে নিয়ে আলোচনার সূত্রপাত হয়। ঢাকা থেকে প্রকাশিত সিকানদার আবু জাফর সম্পাদিত 'সমকাল' পত্রিকায় তখন তিনি নিয়মিত লিখতে শুরু করেন। তিনি আধুনিক বাংলা কবিতার তিরিশদশকীয় প্রবণতার মধ্যেই ভাটি বাংলার জনজীবন, গ্রামীণ দৃশ্যপট, নদীনির্ভর জনপদ, চরাঞ্চলের কর্মমুখর জীবনচাঞ্চল্য ও নর-নারীর চিরন্তন প্রেম-বিরহের বিষয়কে অবলম্বন করেন। আধুনিক বাংলাভাষার প্রচলিত কাঠামোর মধ্যেই অত্যন্ত স্বাভাবিক স্বতঃস্ফূর্ততায় আঞ্চলিক শব্দের সুন্দর প্রয়োগে কাব্যরসিকদের মধ্যে আল মাহমুদ নতুন পুলক সৃষ্টি করেন। সমালোচকগণ তাঁকে জসীমউদ্‌দীন ও জীবনানন্দ দাশ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রধারার এক নতুন কবিপ্রতিভা বলে উল্লেখ করতে থাকেন। এ-সময় 'লোকান্তর' ও 'কালের কলস' প্রকাশিত হয়। আল মাহমুদ দুটি মাত্র কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৬৮ সালে বাংলা একাডেমী পুরস্কারে ভূষিত হন। ১৯৭১-এর স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে আল মাহমুদ সরাসরি অংশগ্রহণ করেন। ৭১-এ বিজয়ীর বেশে কবি দেশে ফিরে এসে 'গণকণ্ঠ' নামক একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং দেশে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের বৈপ্লবিক আন্দোলনকে সমর্থন দানের অপরাধে গ্রেফতার হন। তাঁর আটকাবস্থায় গণকণ্ঠ সরকার বন্ধ করে দেয়।

www.pathagar.com

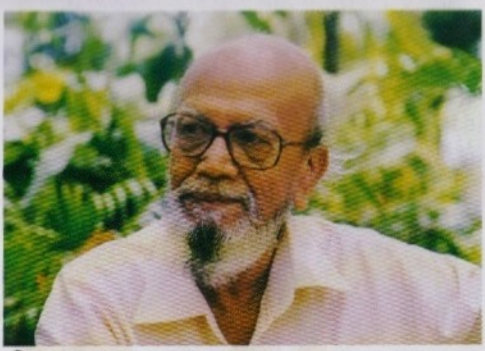

ছবি ▪ মাহবুবুল আলম আকন্দ

১৯৭৫-এ আল মাহমুদ জেল থেকে ছাড়া পেয়ে বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর গবেষণা ও প্রকাশনা বিভাগের সহ-পরিচালক পদে যোগদান করেন। পরে ওই বিভাগের পরিচালকরূপে ১৯৯৩ সালের এপ্রিলে তিনি অবসর নেন। কবিতা, ছোটগল্প, উপন্যাস ও প্রবন্ধের বই মিলিয়ে আল মাহমুদের বইয়ের সংখ্যা তিরিশের বেশি। তিনি বহু পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী সম্পাদনা করেছেন। কবির শখ বইপড়া ও ভ্রমণ। তাঁর দেখা শহরগুলোর মধ্যে ভারতের কলকাতা, দিল্লি, ভোপাল, বাঙ্গালোর, আজমির। সৌদি আরবের মক্কা, মদীনা ও জেদ্দা। আরব আমিরাতের দুবাই, আবুধাবী, শারজাহ্ ও বনিয়াস। ইরানের তেহরান, ইস্পাহান ও মাশহাদ। যুক্তরাজ্যের লন্ডন, ম্যানচেস্টার, গ্লাসগো, ব্রেডফোর্ড ও ওল্ডহাম, ফ্রান্সের প্যারিস, আমেরিকার ওয়াশিনটন, নিউ ইয়র্ক ও ফিলাডেল ফিয়া অন্যতম। আল মাহমুদ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার একুশের পদকসহ বেশ কিছু সাহিত্য পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। এর মধ্যে ফিলিপস সাহিত্য পুরস্কার, অগ্রণী ব্যাংক শিশুসাহিত্য পুরস্কার, অলক্ত সাহিত্য পুরস্কার, সুফী মোতাহের হোসেন সাহিত্য স্বর্ণপদক, লেখিকা সংঘ পুরস্কার, ফররুখ স্মৃতি পুরস্কার, হরফ সাহিত্য পুরস্কার ও জীবনানন্দ দাশ স্মৃতি পুরস্কার, নতুন গতি (মনোয়ারা বেগম স্মৃতি) পুরস্কার-১৪০৯, সমান্তরাল কর্তৃক ভানুসিংহ সম্মাননা পদক-২০০৪ অন্যতম। ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর থানার বীরগাঁও গ্রামের সৈয়দা নাদিরা বেগম কবির সহধর্মিণী। তাঁদের পাঁচ পুত্র ও তিন কন্যা।

www.pathagar.com

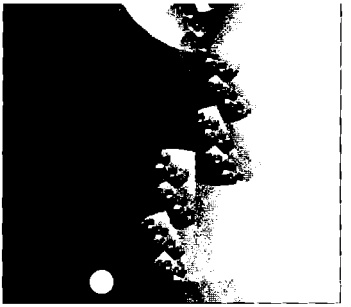

না কোন শূন্যতা মানি না

আল মাহমুদ

অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

www.pathagar.com

প্রকাশক ❑ মনিরুল হক
অনন্যা
৩৮/২ বাংলাবাজার ঢাকা

প্রথম প্রকাশ ❑ ফেব্রুয়ারি ২০০৫

স্বত্ব ❑ সৈয়দা নাদিরা মাহমুদ
প্রচ্ছদ ❑ ধ্রুব এষ

কম্পোজ ❑ তন্বী কম্পিউটার্স
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ ❑ হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২ হেমেন্দ্র দাস রোড ঢাকা

দাম ❑ পঁয়ষট্টি টাকা মাত্র

ISBN 984 412 450 6

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমি আর ফিরবো না। সময়ের বিপরীত গতি
কেন যে আমাকে টানে? টানে নদী টানে চরভূমি,
কিংবা চুম্বক সেই, যার নাম কবির নিয়তি,
হয়তো বিস্মৃতি টানে। মৃত্যু টানে। টেনে ধরো তুমি

স্মৃতির অদৃশ্য বাহু এতদূর বাড়ায় আঙুল
বাড়িয়ে দিয়েছে দেখো তুলে নিতে কবির হৃদয়
কিন্তু এতো মাংস মাত্র, রক্তরস, যদিও তুমূল
আক্ষেপের আলোড়নে জপে চলে প্রেমের বিজয়

থাকবো না! এবার মিটিয়ে দাও নিয়তি আমাকে
ইশকের তাড়া থেকে মুক্তি দাও-হয়ে যাই পানি;
মানুষের সাধ্য নেই সে কাঁপুনি অঙ্গে ধরে রাখে
যখন তরণী নড়ে, নাম ডাকে খেয়ার পারানি।

আমাকে নির্ভয় করো হে নকীব, করো নিরাকৃতি
আকার বিলীন হলে মিটে যাবে স্মৃতি ও বিস্মৃতি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

পাথর ও রক্তের বিবাদ	৯
কালঘুম	১১
স্বপ্নের উৎপাত	১৩
অমরতার আলেয়া	১৪
মৎস্যগন্ধ্যা ঋতুর উপলব্ধি	১৫
জাহরা ভাদুগড়ী	১৬
আমার চলা	১৮
ভূত-ভবিষ্যৎহীন এই অন্ধকার	১৯
দাম	২১
মানুষের দীর্ঘশ্বাস	২২
শূন্যতাকে মানি না	২৪
জনশূন্য আমার বিবেক	২৫
বসন্তবৈরী	২৬
দেবদারু	২৭
দিগ্বিজয়ের ধ্বনি	২৮
অলৌকিক কুয়াশা	২৯
জিদের শহর	৩০
স্বপ্নের ভেতর দর্জি মেয়েটি	৩২
ভেঙে যেয়ো না মা আমার	৩৪
অন্তিম বাসনার মতো	৩৫
হৃদয় ভাঙার শব্দ	৩৬
গতিই আমার নিয়তি	৩৭
নাবিক	৩৯
অমরতার আক্ষেপ	৪১
মেঘ থেকে মাটি পর্যন্ত	৪২
অনামাঙ্কিত হৃদয়	৪৪
খাঁচার ভিতর অচিন পাখি	৪৬
আমি ইচ্ছে পুরনের মাটি নই	৪৮
অগ্রহায়ণ	৫০
এই পতাকার সূর্য সাক্ষী	৫১
রোদনের উৎস	৫৩
এ কেমন দুলুনি?	৫৪
অদম্য চলার ইতিহাস	৫৫

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পাথর ও রক্তের বিবাদ

কী আছে অনাস্বাদিত? ঠোঁট রেখে কঠিন শিলায়
পাথরের গন্ধ শুঁকি পেতে চাই সৃষ্টির লবণ।
গ্রানিটে জিহ্বা লাগে, আলজিভে শ্যাওলার স্বাদ
স্বাদ নয়, এ কেবল পাথর ও রক্তের বিবাদ।
অভুক্ত কবির মুখে, আলজিভে জমেছে যে পানি
এ দিয়ে নরম হয় জগতের প্রকৃতিনিচয়,
কেবল অনম্য তুমি। পাথরের চেয়েও পাথর।
হাসো বাসো নাশ করো মানুষের সব বরাভয়।

২
তবু তো পৃথিবী আমাকেই ডেকে আনে
পাথরে-মাংসে খিচুড়ি রাঁধাতে চায়
বৃষ্টি এবং রৌদ্রের আহ্বানে
'কবি' শব্দটি করতলে চমকায়।

কখনো গদ্যে কখনো পদ্যে হাঁটি
নিজের অস্ত্রে নিজেকেই কাটাকাটি
করে গড়ে তুলি ছন্দের পরিপাটি—
একটি অশ্ব এক জোড়া ডানাঅলা।

৩
তুমি তো আমাকে আমারই স্বপ্ন ভেঙে এর ভেতরের শ্বাসটুকু
দেখাতে বলেছিলে। দেখো
এর মধ্যে আছে কী গনগনে লাভার স্রোত
আছে গলিত তামা। আর্সেনিক ও সোনার রস।
এতে কি তোমার ক্ষিধে মিটবে?
তুমি মানুষের স্বপ্ন খেতে চাও কেন?
কেন গলিত ধাতুর সাথে এত খনিজ বিষের জন্যে
তোমার লালা ঝরছে?
আমি কি বলিনি মানুষের স্বপ্নের ভেতরটা হলো
আর্সেনিকের মতো দাহযুক্ত? তোমার চোখের জল
কি আমার পানীয় হতে পারে?

www.pathagar.com

না তোমার হাসির হীরক আমার খাদ্য?
এসো আমরা কেউ কিছু ভাঙবো না। মুচড়াবো না
দলে পিষে রস বের করতে চাইবো না।

কবিতার আবার অন্তরাত্মা কী?

২৩/০২/২০০৪

www.pathagar.com

কালঘুম

এতদিন আমাকে নিয়ে
কারো কোনো উদ্বেগই ছিল না।

পরিবারের একটা প্রায়ান্ধ মানুষ
কোথায় কীভাবে আছে
এ-নিয়ে কেউ ভাবত না।
কারণ ছেলে-মেয়েদের ধারণা ছিল
আব্বা ঘরের যেখানেই থাকুন
বই নিয়েই আছেন
সজাগ।

কেবল আহার-বিহারের সময়
স্ত্রী একটু তাগাদা দিতেন
বলতেন ওঠ...
যেন একটা পাথরকে ঠেলে গড়িয়ে
নাইতে নিয়ে যাচ্ছেন।

আমার খাওয়া হয়ে গেলে
এ-বাড়ির সবাই ঝাঁকবেঁধে
ডাইনিং টেবিলে উবু হয়ে পড়ত
যেন ক্ষুধার্ত বুনো হাঁসের দল
সশব্দে নেমে এসেছে মেদীর হাওরে।
তাদের বাছবিচারহীন গেলার শব্দ
আমি পাশের ঘরে
সিগারেট টানতে টানতে শুনতে পেতাম।
সবাই ভাবত আমি এদের দলের কেউ নই।

আমার ব্যাপারে কত সহজে তারা
প্রকৃত সত্যে পৌঁছে গেছে,
দল নেই
বল নেই
চলাচল নেই
এরকম একজন মানুষ আছে আমাদের পরিবারে।

কিন্তু আমার স্ত্রী

www.pathagar.com

আমার ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে চাননি
পঞ্চাশ বছর একসাথে থাকলে যে নির্ভরতা গড়ে ওঠে
তা তার মধ্যে নেই।
কে জানে
তিনি হয়তো ভাবেন আমার বালিশের নিচে
কোনো সম্পর্কবিনাশী সর্বনাশ লুকিয়ে রেখেছি।

আমার কোনো অনিদ্রা রোগ নেই বলে
আমার স্ত্রীর অনুযোগের অন্ত নেই
আমি বালিশে মাথা রাখলেই নাকি ঘুমিয়ে পড়ি
এটা যে একটা নালিশ হতে পারে
তা আমার আদতেই জানা ছিল না।

আগে বলতেন—
আমি পশুর মতো ঘুমাই
আর দিনমান জেগে স্বপ্ন দেখি।
আমি যে মানুষ নই
এ-ব্যাপারে আমার সহধর্মিণীর
তিলমাত্র সন্দেহ নেই
তেমন অভিযোগও নেই।

সম্প্রতি তিনি আমাকে নিয়ে ভীত
তার ধারণা—দিবসযামিনী আমি ঘুমিয়ে-ই চলেছি
আমার চোখ খোলা থাকলেও
আমি নাকি গভীর নিদ্রায় নিমগ্ন।

চিকিৎসায় আমি ভালো হবো না
এটাও তিনি জানেন
তিনি আমাকে জাগাতে চান।

আমি ভাবি এ-কালঘুম থেকে
যদি আমি দৈব কারণে জেগে যাই
আমার পরিবার-পরিজন
আমার স্ত্রীকে
আমি কি আগের জায়গায় ফিরে পাব?

২৭ জুন ২০০৪

www.pathagar.com

স্বপ্নের উৎপাত

সারা জীবন আমি উদ্ভট স্বপ্নের মধ্যেই পাশ ফিরে শুয়েছি। দুঃস্বপ্নের
উৎপাতে অতিষ্ঠ হয়ে বালিশের মধ্যে মুখ ডুবিয়ে সান্ত্বনা খুঁজেছি।
ভেবেছি, ওটা ছিল স্বপ্ন। সম্ভবত আমি ঘুমকাতুরে লোক বলে
খোয়াবের জ্বীন আমার পিছু ছাড়তে চায় না, ঘুমের শুরুতেই
অস্বাভাবিক একটা শিরশিরানি আমার হৃৎপিণ্ড থেকে নিঃসৃত হয়ে
মস্তিষ্কের সব স্বপ্নের খুপড়িতে ফোকাস ফেলে। আমি দেখি
গাছগুলো স্থান ত্যাগ করে নিরুদ্দেশ যাত্রা করেছে।
আর আমার পরিচিত সব মানুষ গাছের মতো স্থানু হয়ে
দাঁড়িয়ে আছে। এ ধরনের স্বপ্নে দ্রুত ঘুম টুটে যায়।
আমি বলে উঠি, এ তো স্বপ্ন। মিথ্যা প্রবোধে চৈতন্যের
ডালপালা কয়েকটা হলুদ পাতা ঝরিয়ে দেয় বটে। কিন্তু
আমি বিছানায় উঠে ঠায় বসে থাকি।

এখন এই সত্তর বছর বয়সে যেখানে ঘুমের কোনো বালাই
আমাকে আর ছুঁতে চায় না, তখন এসব কী দেখছি! এ তো কোনো
স্বপ্ন নয়। পশু, প্রকৃতি, বৃক্ষরাজি ও নদ-নদীর মাছের ঝাঁকেরা
আমার কাছে আমার কানে নাঁকিসুরে কাঁদছে কেনো?
আমি এখন আর বঞ্চিতা বুক চাপড়ানো নারীর কান্নার সাথে
প্রকৃতির রোদনধ্বনিকে আলাদা করতে পারি না। আমি কোনো কিছুরই
প্রতিপালক তো নই। আশ্রয় বা প্রশ্রয়দাতা নই। তবু
মানুষ ও প্রকৃতির বিলাপ আমাকে দেয়াল ফুটো করার
যন্ত্রের মতো ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিচ্ছে কেনো?

আমি শৈশবে দুঃস্বপ্ন দেখতাম। সে-জন্য আমার মা আমার
বাজুতে চেপ্টা কবজ বেঁধে দিয়েছিলেন।
সে-সব তো ছিল স্বপ্নের ব্যাপার, ঘুমের প্রতিক্রিয়া।
কিন্তু দেখো, আমি দু'চোখ মেলে আছি। যা কিছু চোখে
পড়ছে সবই তো উদ্ভট আর কানফাটা বিস্ফোরকের শব্দ।
রক্তের ফোয়ারা, ছিন্ন-ভিন্ন মানুষের পিণ্ড। বিশ্বাস করো,
আমি তো জেগেই আছি। স্বপ্নের ঘুন আমি আমার লাল
কলজে থেকে নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে দূরে ফেলে দিয়েছি। আমাকে
এই জাগ্রত পীড়ন থেকে আবার নিদ্রাচ্ছন্ন করে দেয়ার কোনো
ঘুমের বড়ি কি কেউ বাজারে ছাড়তে পারেন না? কিংবা
কোনো রুপোর মাদুলি, যা গলায় ঝুলিয়ে চোখ বন্ধ করে থাকব?

রাত্রি, ০৪/১০/২০০৪ ইং

www.pathagar.com

সবাই বলে পার হয়ে যাও। আমি হন্তদন্ত হয়ে
অতিক্রম করেছি নদী। পরামর্শ কিংবা বলা যায়
অনুচ্চারিত দৈববাণীর ধমক আমার কর্ণকুহরে
ক্রমাগত আছড়ে পড়তে থাকে, পার হয়ে যাও।
আমি আমার ক্ষত-বিক্ষত হাঁটুর খটখটানি তুলে উল্লংঘন করি
গৌরীশৃংগ। তবু সেই দৈবাদেশ এবার শ্রবণেন্দ্রিয় থেকে
সরে গিয়ে হৃদপিণ্ডের দুলুনিতে বাজতে থাকে, পার হও! পার হও!
কেন পার হবো? কাকে পার হবো? আমার সামনে তো পার হওয়ার মতো
রয়েছে কেবল এক চির দুঃখিনী নারীর ভীত-ত্রস্ত শেষ
আবরণখানি। যা অনাবৃত করলেই বাংলাদেশের মাটি
আমি কি আমার জন্ম দুঃখিনী, জন্মদায়িনী জীবনের
বলিরেখাযুক্ত গৌরব ভূমিকে
অতিক্রম করে চলে যাবো?

সমুদ্র সাক্ষী, আমি পৃথিবীর অফুরন্ত লোনা পানির শপথ
উচ্চারণ করি—অমরতা আমার কাম্য নয়। আমি পৃথিবীর
সব পর্বতচূড়াকে লাথি মেরে ফিরে এসেছি। আমি
এক গণ্ডুষে শুষে নিতে পারি ভর-যৌবনা ভাদ্রের
তরঙ্গায়িত যমুনাকে। কিন্তু আমি অতিক্রম করতে পারি না
ঐ কুণ্ডলিত নাভিকে যার তলদেশ আমাকে উদগীরণ করেছে।

আকস্মিক বন্যায় বানভাসি মানুষ যেমন কেবল হারিয়ে যাওয়া
মাটির তালাশেই দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে অপেক্ষমাণ থাকে,
আমিও নিঃশ্বাস বন্ধ করে হাত দিয়ে চেপে ধরব আমার
জন্ম-মৃত্তিকার ফাটলযুক্ত এই অফুরন্ত চরভূমিকে।
যাকে অতিক্রম করে এদেশের কোনো কবি কোনো কালে
অমরতার খাতায় নিজের নাম লিখতে চায়নি।

আমি জানি, আমার ক্ষত-বিক্ষত বিচরণশীল বন্যার পর
সদ্য শুকানো পা দু'খানি গেঁথে গেছে চরের কাদায়।
আমার পোশাক টেনে ধরেছে শ্যামাঙ্গিনী শত সহস্র
পল্লী বালার কর্মঠ বাহু। তাদের দীর্ঘ বেণী
সাপের মতো ফণা তুলেছে আমার দু'চোখের মণিতে।
আমি তাদের অতিক্রম করে কোন অমরতার
বিদ্যুতে অন্ধ হতে যাবো? দেখো, আমি দেবে যাচ্ছি
মাটির ভেতর মাটি হয়ে।

www.pathagar.com

মৎস্যগন্ধ্যা ঋতুর উপলব্ধি

বিপর্যস্ত ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর মাদুর বিছিয়ে সূর্যাস্ত দেখছি। অন্ধকার ছুটে আসছে পশ্চিম থেকে। আর ইবলিশের হাসির মতো গুমগুমিয়ে উঠছে বিদ্রূপ। কে এই হারামজাদাকে জানিয়ে দেবে এটা শরৎকাল।
ওর কানে আমি পরগাছা গজিয়ে তুলেছি। ওর চোখে শিয়ালেরা হিসি করছে।
ওকি জানে আমিই পুঁজির রাজা! ওকে কে বলে দেবে আমার নামই নতুন বিশ্ব নিয়ম? আমি ওর মগজে উঁইপোকা ছড়িয়ে দিয়েছি। আমার সাঙাতরা ওর নাসারন্ধ্রের ভেতর ঢুকিয়ে দিচ্ছে এই শরতের একটি শাদা কাশ ফুল। যতই হাচ্চু করে হাঁচির সাথে বের করার চেষ্টা করুক শাদা কাশের সুড়সুড়ি, বলুক আলহামদুলিল্লাহ। আমি বারবার তার প্রতিটি রন্ধ্রপথে নাক-মুখ-নাভি সব কিছুর ভেতর দিয়ে ফিরে আসব।

প্রভু, তার চেয়ে আমার জন্যে খুলে দাও পৃথিবীর শেষ দরজা। কবরের কপাট উন্মুক্ত করে দাও। যেমন চিরকাল তুমি জালিমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকারীকে আড়াল করেছ। মাটির ঢাল দিয়ে রক্ষা করেছ পিশাচের হুংকার।

তবু আমি শরতের ভেজা মৎস্যগন্ধ্যা বাতাসকে আমার জরাজীর্ণ পাঁজরের ভেতর নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে টেনে নিচ্ছি। মাথা উঁচু করে বলছি পতন হোক মানবজাতির দুশমনদের। পৃথিবীর ঋতুর আবর্তন যেমন প্রকৃতিকে সবুজ চামড়ায় বারবার আবৃত করে আর এর নিচে চাপা পড়ে যায় মানুষের দাসত্বের পর্যায়ক্রমিক যুগগুলো। তেমনি আচ্ছাদিত হোক মানবজাতির বসবাসের এলাকাসমূহ। ধ্বংস ও রক্তপাত এবং ক্রমাগত ক্ষেপণাস্ত্র, বোমার শব্দ শয়তানের দীর্ঘশ্বাসমাত্র কিছুতেই মানুষের বিলুপ্তি সম্ভব নয়। আর মানুষ থাকলে শরতের মৎস্যগন্ধ্যা বাতাস কবিরাও নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে টেনে নেবেই।
প্রজাপতি উড়বে, ফুল ফুটবে থাকবে মৌমাছির গুঞ্জন।

www.pathagar.com

মাঝে মাঝে মেয়েটার কথা মনে পড়ে। এসেই বলত, আমি জাহরা বানু। তিতাস পাড়ে বাড়ি। ঘন ঘন কলিংবেল চেপে সে সবাইকে তাক লাগিয়ে দিত। কেউ দরজা খুলে দিলে হাসত, আমি জাহরা। স্যারকে কবিতা শোনাতে এসেছি। আমি পাশেই দাঁড়িয়ে থাকতাম। হাসতাম। মৃদু হাসতাম। হাতের ইঙ্গিতে বলতাম, ভেতরে এসো। লম্বায় তালগাছের মতো সটান। এলো খোঁপা বাঁধা। দেখতে শীর্ণকায় কিন্তু তার স্বাস্থ্যের দীপ্তি ছিটকে পড়ত চোখ থেকে। ভ্রূ জোড়া তুলির টানের মতো নিখুঁত। ললাটে বিদ্যুৎ বিভা। কাঁধে ঝোলানো একটা খদ্দরের লম্বা ব্যাগ। ধুলোমলিন স্যান্ডেল ভরা-পা। অসমান নোখ। দাঁতগুলো মুক্তোর মতো সাদা। ঝমঝমিয়ে হাসির শব্দ তুলে সে এসে বৈঠকখানায় পা ভাঁজ করে বসে পড়ত। আমি পীড়াপীড়ি করলেও সোফায় বসত না। মেঝেয় ছড়িয়ে দিত কবিতার আয়োজন। আমি তার পাশেই সোফায় বসতাম। তার কাঁধ দেখতাম। হেসে বলতাম, জাহরা এবার কতদিন পরে এলে?

কোত্থেকে এলে বল তো?

মেয়েটার ছোট্ট উত্তর, 'দেশ থেকে স্যার'। দেশ বলতে জাহরা বানু কী বোঝাতো তা আমি জানি।

আমার চোখের সামনে ভেসে উঠত এক স্রোতস্বিনী। নদীর পাড়ে হিজল, তাল ও তমালে ছায়ার নিচে কয়েকটা কুঁড়েঘর। ছন, শন ও পাটের দড়িতে দাঁড় করানো অস্থায়ী মানুষের বাসা। বাবুইয়ের বাসার দক্ষতাটুকুও নেই এসব ঘরবাড়িতে। জাহরার দেশ।

জাহরা উত্তেজনায়, লজ্জায়, লাবণ্যে বাঁকা হয়ে আছে। ঝুলি থেকে টেনে বের করেছে লাল একটা মোটা খাতা। 'অনেকগুলো কবিতা লিখেছি স্যার। আপনাকে শোনাবো বলে এতদূর এসেছি'। জাহরার এতদূর শব্দটার মধ্যে ট্রেনের হুইসেল। একটা ইঞ্জিনের নৌকার ছলছল শব্দ, আর শিমরাইল বাজারের পাশ দিয়ে, তরমুজের ক্ষেত পেরিয়ে চলে যাওয়া রাস্তা।

জাহরা পড়তে শুরু করল—

আমার চোখ তার খাতার দিকে। তার মুখ, বাহু ও শরীরের দিকে। জাহরা উত্তেজনায় কাঁপছে। তার এলোমেলো অক্ষরের মতো ডানা মেলে হাঁপাচ্ছে। খাতায় যত না অক্ষর তার চে' বেশি আবেগ। আগুন। শিখা। আবেগে উদোম হয়ে যাচ্ছে তার আঁচল। অপুষ্ট বুক দু'টি ঘামে ভিজে থির থির করছে। বুক সামলাতে গিয়ে নাভি উদোম। গর্ত। যা আমাদের গ্রামের বাড়ির পাতকুয়ার ঠাণ্ডা পানির বালতি আমার মাথায় উপুড় করে দিচ্ছে। জাহরা লজ্জাবতী, তার সাধ্যমতো আব্রু ঠিক করে আমাকে শোনাচ্ছে শব্দ। আমার মুখে ঠেসে ধরছে চিত্রকল্প। আমার কানের ভেতর কালো বিষাক্ত ভ্রমর।

www.pathagar.com

বহুদিন আমার ফ্ল্যাটের দরজায় আর ওইভাবে ঘন ঘন বেল বেজে ওঠে না। বাড়ির ছেলেমেয়েরা বিব্রত হয়ে গেটের দিকে ছুটে আসে না। আমরা কতই তো দরজা খুলি আর লাগাই। কিন্তু কেউ বলে ওঠে না আমি জাহরা বানু ভাদুগড়ী। আমি মেয়েটার কথা ভাবি। বেঁচে-বর্তে আছে তো? বিয়েশাদী?

ভাবি জাহরা আছে। নিশ্চয়ই কোথাও আছে। হয় এ মাটির ওপর হাঁটছে কিংবা আবার মাটিতে মিশে গিয়েছে। এই মাটিতে।

www.pathagar.com

আমার চলা

দেখো কীভাবে হাঁটে লোকটা। দেখলে মনে হবে দাঁড়িয়েই আছে। কিন্তু
আমরা বুঝতে না পারলেও তার চলার মধ্যে একটা এগিয়ে যাওয়া আছে।
ধীর লক্ষ্যভেদী যাত্রা।
যেনো খরগোশদের কথোপকথন। সে পরিচিত কচ্ছপকে নিয়ে
আদি মশকরা।

আসলে আমি তো দাঁড়িয়ে নেই। ঘড়ির ঘণ্টার কাঁটার মতো
অস্থানু। অথচ দেখলে মনে হয় চলছে না। খুব মিহি আওয়াজের
নিঃশব্দ হৃদপিণ্ডের মতো।

এখন বাঁক ঘোরার সময়। সবার
দৃষ্টি আমার উপর, সবাই বলছে দেখো দেখো দেখো
এখনি বোঝা যাবে কোনদিকে এই ধীর গতি দুর্ভাগ্য বাঁক নেবে।

আমি তো আমার পেছনে আমার অনুকরণ কিংবা অনুসরণকারী
চাইনি। উৎসাহ, উদ্যম বা বাহবার পরিণাম আমি জানি।
পুষ্পমাল্যের আনুষ্ঠানিকতা আমাকে থামায়নি। ফুলের আয়ু
একদিন আমি জানি। ফুল কখন আবর্জনা হয়, সেটাও আমি জানি। সব কুসুমের
কুৎসিত দিক আমি পায়ে মাড়িয়ে এসেছি। এখন সত্যি আমার
গন্তব্যের কাছাকাছি এসে পড়েছি বলে চিৎকার, কান্না ও অপবাদ
আমার দু'পাশে হতাশার হাহাকার তুলে বয়ে যায়।

আমি কোনোদিনই কাঁদিনি, এমনকি আমার কোনো শৈশবের কথাও আমার মনে
নেই। এখন তো শুধু ঐ মায়ার পাহাড়টিই প্রতিবন্ধক। কিংবা
কেউ আমাকে প্রকৃতপক্ষে আর বাধা দিচ্ছে না। তবুও অভিযোগহীন,
নালিশহীন একটি দীর্ঘশ্বাস এখনো আমার সমস্ত সত্তায় কাঁপুনি
ধরিয়ে দেয়।
বলে 'ঋণ শোধ না করে পালিয়ে যাচ্ছে সে।'

আমাকে থামিয়ে দেয়, আমাকে ক্লান্তির কথা ভাবায়।
মনে হয় আমি চূড়ায় পৌঁছেও পেছনে ফিরে দেখার অনুতাপ
আর বহন করার যোগ্য নই। কেবল ইচ্ছে হয় মুখ
ফিরিয়ে বলি—আমাকে ক্ষমা করে দিও।

কোনো প্রত্যুত্তর দেয়ার কেউ কি আছে?

১৯ জুলাই ২০০৪

www.pathagar.com

ভূত-ভবিষ্যৎহীন এই অন্ধকার

অন্ধকারের মধ্যে আরো অন্ধকার। স্তব্ধতার মধ্যে যেমন
আমি আমাকে খুঁজে বেড়াই। তেমনি অন্ধকারেরও একটা ওম
আমাকে বোঝাতে চায় যে আমি কেউ নই।
আমি কী সত্যিই কেউ নই? আমি কি আমি নই?
তাহলে এই অনুভব কোত্থেকে আসে, আমি হাঁটছি।
আমি কি করে বুঝি চতুর্দিকে খানাখন্দর, গহ্বর।
চলতে হবে আমি জানি পা টিপে টিপে, মৃত্যুকে এড়িয়ে
কিংবা মৃত্যুর অবশ্যম্ভাবী সমাপ্তিকে মেনে নিয়ে।

কত আপনজন আমার জন্য তাদের বাতি জ্বালিয়েছিল
তাদের মুখ আমার মনে পড়ে। অশ্রুসিক্ত কাজলে গলা চোখ।

এখন দৈব ফুৎকারে সবই অন্ধকার।

আমি জানি আমি আছি। কবির আবার অতীত কী?
সবই ভবিষ্যৎ আর ভবিষ্যৎ হলো অন্ধকার। আমার জন্য
কেউ অপেক্ষা করে নেই, একেবারে নেই সেটা বলব না। কারণ
আমার অপেক্ষায় আছে অসংখ্য কালো গর্ত। আমার
কালো চোখের মতো গর্ত। আমি তাদের দেখতে পাই না, কিন্তু
তারা দু'চোখ মেলে আমাকে দেখছে। আমি কালো ভবিষ্যতের
ডাক শুনতে পাই। শেয়ালের ডাকের মতো থেমে থেমে
হুক্কা হুয়া করে।

আমার মাংসের ভেতর কাঁপুনি ধরে যাচ্ছে। যেন আমার মাংস ও মজ্জা
ছিন্ন-ভিন্ন হওয়ার জন্য হিংস্র দাঁতের অপেক্ষায় সময় গুণছে। অথচ
আমি তো সময়ে বিশ্বাস করি না। বর্তমান ছাড়া আর
সবই তো অন্ধকার মাত্র। আমি তো বলেছি আমার অতীত বা ভবিষ্যৎ
বলতে কিছু নেই, আছে কেবল বর্তমান। সময়ের সারাৎসার
এই মুহূর্ত, তাহলে কাকে বলে সময়?

আমি হিংস্র পশুদের আহ্বান শুনতে শুনতে অনুভব করি আমার
শরীর বেয়ে ওঠা-নামা করছে ফণাতোলা সাপের দল। কিন্তু কী আশ্চর্য!

www.pathagar.com

তারা আমাকে ছোবল হানছে না। এইভাবে আমি সময়ের চলাচল অনুভব করি, কেন হানছে না? তারা কি জানে লেকেসিস আমার রক্তকে জমাট বাঁধাতে পারবে না? যে-কোনো জৈব বিষকে আমি হজম করতে পারি। বহুকাল আগেই আমাকে ছোবল হেনেছিল প্রেম—পৃথিবীর সবচেয়ে মারাত্মক জৈব বিষ। কিন্তু আমি শুধু কবিত্ব শক্তির ওষুধে তা হজম করে ফেলেছি। যে প্রেমের বিষ হজম করতে পারে তাকে আর কে মাটিতে শুইয়ে দেবে?

এটা ঠিক যে আমি অপেক্ষা করি আলোর। কিন্তু আমার পাপড়ি ঝরা পলকহীন দৃষ্টি এক অপরিচ্ছন্ন অন্ধকারে বিচরণ করতে আমাকে সময়ের গতির ওপর বসিয়ে দিয়ে উদয়াস্তকে স্তব্ধ করে রেখেছে। আমি অন্ধকারে শেষ সত্য অবলোকন করব।

www.pathagar.com

দাম

বাংলাদেশে এখন হালকা মেঘের খেলা। যেন কোমর দোলাচ্ছে মৌসুমী বায়ুর
আনাগোনা। শুধু বিক্রি বিক্রি বিক্রি। বিকিকিনির খেলা।
কী আছে তোমার? রূপ, রঙ্গ, তামাশা, কবিতা? শাড়ির আঁচল
উড়িয়ে দিয়ে থমকে দাঁড়ানো? এই হলো বিকিয়ে দেয়ার বাতাস।
যদি বেচারই কিছু না থাকে ডুবে যাও বঙ্গোপসাগরে।

হ্যাঁ, আমার আছে কবিতা। প্রতিটি শব্দের জন্যে চাই এক লক্ষ ডলার
প্রতিটি উপমার জন্যে একটি করে কাল বৈশাখী। ছন্দের জন্যে
এক লক্ষ চুম্বন আর প্রতিটি মিলের জন্যে মিলন উন্মত্ত
এক লক্ষ বাঘিনীর লালাসিক্ত গরগর শব্দ।

আসলে চাই হে বাণিজ্য বাতাস বেচা-কেনা।

আমি তো দেখিছি মূল্যহীন শিল্প-সাহিত্যের উচ্ছ্বাসকে
ছাপিয়ে ওঠে গুলির শব্দ। লেন-দেনহীন বিশুদ্ধ শিল্পের
কণ্ঠস্বরকে নামিয়ে দেয় বোমা ফাটার দ্রুম দ্রুম আওয়াজ।
জোছনা রাতে ঐ হলুদ চাঁদের দিকে তাকিয়ে থাকে
যে যুবক-যুবতী তাদের পাছায় লাথি মেরে দীপ্ত পদে
চলে যায় চাঁদাবাজরা। চাঁদ কি বিক্রিযোগ্য?

তাহলে জোছনালোক তোমার প্লেটের ওপর ছড়িয়ে দিচ্ছি।

খাও, হারামজাদা।

www.pathagar.com

দেখতে দেখতে বহুদূর চলে এসেছি। পথে পথে ধসে পড়েছে
ইন্দ্রিয়ের ছলাকলা। এক নদীর পাড়ে খুলে পড়ে গিয়েছিল
আমার চোখের আলো। কত খুঁজলাম, কিন্তু সন্ধ্যার
আবছা একটা চশমার মতো বসে গেল আমার নয়নে।
তারপর প্রান্তর পেরুতে গিয়ে ধসে পড়েছে আমার
শ্রবণ ইন্দ্রিয়। এখন কলরবমুখর কত নগর পেরিয়ে যাই
শুনতে পাই না। মানুষের কান্না না শুনতে পারা কত যে
দুঃখের সেটা আমি গুলির শব্দের মধ্যে দাঁড়িয়ে বুঝতে
চেষ্টা করলাম। বোমা ফাটছে, ক্ষেপণাস্ত্র এসে আঘাত
করছে মুহ্যমান মহানগরীর মাঝখানে। আমি কানে
আঙুল না দিয়ে হেঁটে যেতে পারি। কিন্তু কেউ প্রশ্ন
করে না আমি কোথায় যাব। আমারও জানা নেই।
আমার কানের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসছে গুল্মলতা।
আর অন্ধদৃষ্টির ভেতরে ডুবে যাচ্ছে সূর্য। সমুদ্রের
লবণাক্ত পানি ঢুকে যাচ্ছে আমার মগজের ভেতর।
আমি কবি বলে গালি দিলেও, যেমন অতীতে কারো
দিকে ফিরে তাকাইনি, আজও তেমনি কুৎসার মেঘ
কুণ্ডলী পাকাচ্ছে আমার শত্রুর ভেতর। দাড়ি বেয়ে রক্ত
গড়িয়ে পড়ছে। বল, আমি কী না বলেছি? আমিও তো
মানুষের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম, এক নারী আমাকে হাঁটতে
বলেছিল বলে আমি একজন দিগন্তচারী সর্বভেদী স্বপ্নের মতো
শান্তির অন্বেষণ করেছি। আসলে সবাই ভাবে কবরের
নিঃস্তব্ধতাই হলো শান্তি, আমি তা ভাবিনি।
কলরবমুখর নগরগুলোই ছিল আমার গন্তব্য। বেবিলন
থেকে আমার শুরু, তারপর ক্রমাগত ধ্বংসের মধ্যে এখন
আমি যে শহরে এসে দাঁড়িয়েছি, তার নাম ঢাকা মহানগরী
আমি এখানে আর কোনো শব্দ শুনতে পাই না। কত বোমা ছিন্ন-ভিন্ন
করে দিচ্ছে মানুষের রক্ত-মাংস। কিন্তু আমার কানে
গজিয়ে উঠেছে লতাপাতা। যেন সাচী পানের লতা আমার
কানকে এক সুরভিযুক্ত পানের বরজ করে রেখেছে। যুদ্ধ, ধ্বংস,
বোমার স্প্লিন্টার গ্রেনেড সবকিছু আমার নিরাসক্তির অরণ্যে তলিয়ে
যাচ্ছে। আমি সবসময় ভাবতাম নৈঃশব্দই হলো কবির

www.pathagar.com

শেষ ঠিকানা। কিন্তু কে বিশ্বাস করবে আমি ফুঁ দিলে
বিনাশপ্রাপ্ত ও অবলুপ্ত মহানগরীগুলোর ভেতর থেকে মানুষের
হা-হুতাশ বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। শান্তি ছাড়া
আমরা কি আর কোথাও মনুষ্য জীবনের জন্য আক্ষেপ করার চাতাল
খুঁজে পাবো?

www.pathagar.com

শূন্যতাকে মানি না

শুধু চোখের দৃষ্টি কমে এসেছে এমন নয়। বিচরণের ক্ষমতাও এখন ক্লান্ত। অথচ
নিত্য বিচরণের ক্ষেত্র হে আমার পৃথিবী, হে আমার মহাদেশ, হে আমার
দেশ, আমার গ্রাম ও আমাদের শহর আমার পা আর উঠতে চায় না। আমার
দেহের সবচেয়ে ব্যবহৃত অঙ্গ-প্রতঙ্গের মধ্যে এ প্রাচীন পদদ্বয়
আমাকে জানান দিচ্ছে গাছের মতো কিছুকাল স্থানু হয়ে থাকতে।

বৃক্ষের স্বভাব আমি বুঝতে পারি। কিন্তু গাছ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে
অন্তর্হিত হওয়ার বাসনাই আমার প্রবল। আমি থাকব না—এর চেয়ে
যৌক্তিক বার্তা এখন আমার মধ্যে কাজ করে না। যখন ভাবি থাকব না তখন
আড়চোখে তোমাকে দেখি। সহসা মনে হয় তুমি যেন সেই
লালগ্রহটি যা আজ সকালে সংবাদপত্রে ছাপা হয়েছে। 'স্পিরিট' নামক
রোবট ক্রমাগত পাঠিয়ে চলেছে মঙ্গলের ছবি। রক্তিম আভাযুক্ত
ধূসর প্রান্তর। মাঝে মাঝে নীলাভ শিলার স্তূপ।
কোমল ও কঠিনে মিলিয়ে যেন হুবহু তুমি।

আকাশের কথা ভাবলে মানুষের দৃষ্টি ফিরে আসে। কিন্তু মানুষের
জ্ঞানের ধাবমানতা কোনো-না-কোনো ধূসর কংকরময় পানি শূন্য
গ্রহে গিয়ে কেন আছড়ে পড়ে? আসলে মানুষের জ্ঞান
শূন্যে ভেসে বেড়াতে চায় না। অন্তহীনতায় লুপ্ত হতে চায় না।

জ্ঞান মাত্রই আশ্রয় যাচে। ভর রেখে দাঁড়াতে চায়। যেমন
সংসারের শূন্যতার মধ্যে আমি তোমাকে ধরে আছি। তুমি
শুক্র বা মঙ্গল নও। কিন্তু কবিতার ভর রাখার এক
মায়াবী উপগ্রহ তুমি। তুমি কিংবা আস্ত একটি গ্রহ।

ঊর্ধ্বলোকের চিন্তা স্বভাবতই আমাকে ঘিরে আছে। তুমি তো
জান আমি নিঃশেষ হওয়ার, লুপ্ত হওয়ার বা মিলিয়ে যাওয়ার
যুক্তিকে অগ্রাহ্য করি। আমার আধ্যাত্মিক চেতনা আমার
অনিঃশেষ হওয়ার বিশ্বাসকে এমন দৃঢ়তর করে তুলেছে যে মাঝে মাঝে
ভাবি বুঝি বা তোমার উপর ভর না রাখলেও আমার চলে।
আমি কোনো শূন্যতাকেই মানি না। বিলুপ্তিকে মানি না। কারণ আমি
চোখের সামনে আমার অনন্তের আবাসস্থল দেখতে পাচ্ছি। সেখানে
তোমাকে ফিরে পাওয়ার বাসনাই তো আমার প্রেমের মূলশক্তি।
তুমি একটি পালংকে হেলান দিয়ে বসেছ। এই দৃশ্যের—
আর শেষ হয় না।

জানুয়ারি ০৮,২০০৪ রাত্রি

www.pathagar.com

জনশূন্য আমার বিবেক

ধানের বাতিকগ্রস্ত ভূমিহীন কৃষাণ যেমন
বসে থাকে ধান কাটা শূন্য মাঠে ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে
তেমনি আমিও চেয়ে দেখি আকাশের নীল প্লেটে
একগুচ্ছ মেঘের কুন্তল। যেন-বা আমার মায়ের হাতে
বেড়ে দেওয়া ঈদের পোলাও। আর—
ঝালের রেকাবী থেকে গুঞ্জরিত হিংয়ের গন্ধের মতো
কিছু তাপ ঢুকে যায় আমার দেহেও।
অতীত কিছুই নেই; সবি বর্তমান। আজ নেই, কালও বুঝি নেই
তবে কি অনন্ত নামে মহা সেই বাসুকির ফণা
গ্রাস করে সময়ের সব সারাৎসার।

কেন দীর্ঘশ্বাস আর? কেন অন্ধকার, কেন খুঁজি আলোর আহার
জীবন তো পাড় হওয়া, মার খাওয়া, ধার করা নিঃশ্বাসের বায়ু
হৃদয়ের কোণ থেকে অম্লরস ভেদ করা কি কৃপণ আয়ু—
একে বলে বেঁচে থাকা? এই তবে মানব জীবন?

কবিতা তো দৃশ্যকল্প কেবল তোমার সাথে আসঙ্গলিপ্সার কিছু অকপট ছবি—
আর শুধু অপেক্ষায় থাকা, কখন বিলীন হবে অস্তিত্ব আমার
কিংবা ভবে কখনো ছিল না কেউ সবি স্বপ্ন, সবি শূন্য মাঠে
ভূমিহীন কৃষাণের অফুরন্ত নিঃশ্বাসের হাওয়া।
ধান কাটা হয়ে গেছে আমি শুনি সহস্র ইঁদুর এসে
হুটোপুটি করে যায় হেমন্তের শূন্য মাঠে
জনশূন্য আমার বিবেকে।

www.pathagar.com

এবারই প্রথম। ব্যর্থ কোকিলের ঝাঁক বাংলার বিমর্ষ সবুজকে বিদীর্ণ করে দিয়ে ভাঙা গলায় কুহু ধ্বনি উচ্চারণ করতে করতে প্রান্তরে মিলিয়ে গেল। তুমি যখন উঠোন পেরুলে তখন কোনো সম্ভাষণ নেই। না-প্রকৃতির না-ঋতুচক্রের। আমি ইচ্ছে করলে আমার ক্যাসেটে বন্দি নকল পাখির ডাক তোমাকে শুনিয়ে দিতে পারি। একেবারে নির্ভুল কুহুধ্বনি। যদিও গাছে কোনো ফুল ফোটাতে আমি পারব না। তুমি তো বসন্তে বসরাই গোলাপ চাও, কাঁটা ও সৌরভের মধ্যে নাক উঁচু করে থাকতে চাও। কিন্তু আমার বাগানে ফুটেছে নির্গন্ধ ব্ল্যাকপ্রিন্স। আর আমার পড়ার ঘরের শিক বেয়ে উপছে পড়ছে অপরাজিতা। তুমি যে ফুলের উপমা হতে পারতে অথচ কী আশ্চর্য দেখ তুমি ওই নীল ও হলুদের ছোপ লাগা ময়ূরের পালকের ডিজাইন চুরি করা অপরাজিতা নাম শুনতেই ক্ষিপ্ত হয়ে যাও। কেন, মানুষীর কি পরাজয় মানতে নেই?

আমি তো এখন আর বিজয়ের কথা ভাবি না। আমার পোশাকও দেখ ঘরে ফেরার। দিগ্বিজয়ীর বেশবাস এখন নেপথলিনের গন্ধের মধ্যে পচে যাচ্ছে। এমনকি দিগ্বিজয়ীদের ইতিহাসও আমার আর ভালো লাগে না। মনে হয়, দিগ্বিজয়ীর প্রতিমূর্তি মূলত কণিষ্কের কবন্ধের মতো। অথচ আমার তো একটা মাথা দরকার। আমি হাত দিয়ে আমার মস্তক স্পর্শ করে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকতে চাই।

তুমি কোকিলের কুহুধ্বনি ও নির্গন্ধ গোলাপগুচ্ছের পাপড়ি ঝরে যাওয়ার উঠোন পেরিয়ে এলে এতেই আমি খুশি। তোমার পায়ের ছাপ আমার উঠোনকে মুখরিত করে তুলুক। অপরাজিতার নীল চোখ আমি টাওয়েল দিয়ে ঢেকে রাখব।

www.pathagar.com

দেবদারু

এবার বোশেখের আগে এই গাঁয়ের উঁচু মাথাঅলা বনস্পতিরা
মড় মড় শব্দ তুলে হেলে পড়েছে। সব একদিকে
কাত হয়ে যাওয়া গাছের সারি।
আম, জাম, কাঁঠাল। এমনকি
এই গাঁয়ের বুড়ো-অশ্বত্থ তিনদিকে তিন বাহু মেলে
চিৎপটাং
শুধু বটের ঝুড়ি কাণ্ডটা বাঁচিয়ে দরবেশের
দাড়ি হয়ে গেছে।
সব একদিকে একমুখী হয়ে বুদ্ধি-বিবেচনাহীনভাবে
চলতি বাতাসের ধাক্কায় এক কাতারে দাঁড়ানো। তখন
পাতার ঝিরঝির শব্দ তুলে
গাঁয়ের চিরচেনা দেবদারুটা গেঁয়ো
বেয়াদবের মতো মাথা উঁচু করে থাকবে কেন? তার পাতার
ঝিরঝির
শব্দে বয়ে যাচ্ছে মাটির ভেতর থেকে
উপচে পড়া বিদ্যুৎ।
তার শাখায় নির্ভয়ে বাসা বেঁধেছে বাবুইয়ের ঝাঁক।
বাসাগুলো হাওয়ার বিপরীতে প্রকৃতির সতেজ,
সপ্রাণ আশার মতো ডিম ও বাচ্চা নিয়ে
কেবল দোল খাচ্ছে। কী আশ্চর্য!

আসলে গাঁয়ের পথ দিয়ে নূয়ে পড়া আম, জাম, কাঁঠালের
বন পেরিয়ে যারাই ঘরে ফিরছে তারা ইচ্ছে বা অনিচ্ছায়
ঐ দেবদারুটাকে একবার আড়চোখে দেখছে। যেন
মাটি ফুঁড়ে বেরিয়ে আসা এই বরাভয় তাদের
হৃদপিণ্ডকে উত্তেজিত রাখার বনৌষধি। তার পাতার
ঝিরঝির, নিষ্ফলা ঊর্ধ্বমুখী বাহু অদৃশ্যের দিকে
প্রার্থনায় উত্তোলিত। এখন বহু দূর থেকে যারা
এই গ্রামটিকে চিনতে চায় তারা আগে ঊর্ধ্বমুখী দারুর শোভা
অবলোকনের জন্য চোখ মুছে ফেলতে পারে। মানুষের
চোখ তো শুধু অশ্রু ঝরাবার জন্য নয়।

www.pathagar.com

দিগ্বিজয়ের ধ্বনি

আমাকে বিদীর্ণ করে মাটি ও রক্ত ফুঁড়ে বেরিয়েছে এই নিশান।
তারপর আর 'আমি' বলে কিছু নেই।
আমি আমি আমি।
না, আমরা অর্থাৎ এই সবগুলো নদী, এই সবগুলো মানুষ, এই সবগুলো পাখি পতঙ্গ পরিবেশ।
এই তো আমরা। আমাদের অস্তিত্বের ভেতর থেকে লক্ষ লক্ষ মসজিদের মিনার।
কলরবমুখর হয়ে উঠেছে এই নীলিমা, চন্দ্র সূর্য তারকারাজি
আমাদের আযানই তো আমাদের স্বাধীনতা।
আমাদের সিজদা-ই তো প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যত্বের জয়গান।

বলো কতদিন ধরে আমরা হাঁটছি, কত কাল কত যুগ?
শিকলের ঝনৎকার বয়ে নিয়ে আমরা সবগুলো নদী পার হয়ে এসেছি
সবগুলো স্রোতস্বিনী। কিন্তু পারাপারে তো আমাদের দাসত্ব ঘোচেনি
আমাদের অন্তরাত্মা না না করেছে
কিন্তু দাসত্বের ঝনৎকারকে আমরা কখনোই চমৎকার বলতে পারি না।

তারপর আমরা নিজেরাই নিজেদের রক্তে তৈরি নদী অতিক্রম করে
দেখি ভোর হয়েছে। সেটা ছিল ঊষার উদয়কাল
এক অলৌকিক আযান ভেসে এলো আমাদের সত্তার ভেতর দিয়ে
আর খসে পড়ল সমস্ত শিকলের ঝংকার বন্ধন এবং বেদনা
তাহলে কি আকাশের দিকে মুখ তোলা ঐ মোয়াজ্জিনের আহ্বানের মধ্যেই মানুষের মুক্তি উচ্চারিত হচ্ছে না?

এসো সিজদায় লুটিয়ে পড়ি।

তারপর শুরু হোক আমাদের অফুরন্ত গতি
আমাদের কি কোনো শেষ আছে?
আমরা আমাদের দৃষ্টি দিগন্তের দিকে মেলে ধরেছি
দাড়ি নেই, কমা নেই, নেই কোনো সেমিকোলন
আমরা সমস্ত দৃশ্যপট অতিক্রম করে আমাদের গন্তব্যে গিয়ে পৌঁছবো।
কে আমাদের মধ্যে ভয়ের গুঞ্জন তুলতে চায়?
আমাদের কারো পোশাকে তো কোনো কাপুরুষতা ও ভীরুতার চিহ্ন ছিল না।
যারা ঘর্মাক্ত তারা বিশ্রাম নিক
সবগুলো শব্দ অতিক্রম করে এই মিছিল দিক চক্রবাল ফুঁড়ে বেরিয়ে যাক
আযানের দিকে
আহ্বানের দিকে
বিজয়ের দিকে

২২ মার্চ ২০০৪

www.pathagar.com

অলৌকিক কুয়াশা

আমার এখন এমন একটা অবস্থা, আমি অর্থাৎ আমার চোখ এমন এক
কুয়াশাকে কবুল করেছে, কোনো মানুষের চেহারার পার্থক্য, বৈশিষ্ট্য
নাক-মুখ-চোখের বর্ণ কিংবা তিলচিহ্ন ইত্যাদি খুঁটিনাটি
যাতে একজনকে শনাক্ত করা যায়—
তুমি আসমা, তুমি কাজল, তুমি কাওসারী কিংবা তোমাকে চিনি না
এই বোধ জন্ম লয়; আমার আর নেই।

আমার এখন প্রতিটি মানুষকে মনে হয় মানুষমাত্র। যেমন
এক ঝাঁক রুই মাছ একদিন পুকুরের পানিতে সহসা ভেসে উঠলে
আমরা শুধু বলি, 'দেখো, দেখো রুই মাছ।'
মানুষের ব্যাপারেও আমি এখন শুধু মানুষ ছাড়া আর কিছু বুঝি না।
তবে নারী ও পুরুষের বৈশিষ্ট্য তাদের ছায়া থেকে আন্দাজ করিমাত্র।
নাম ধরে ডাকতে পারি না। বলি না—এই যে পারভীন, এদিকে এসো।
বলি না—ওরে শওকত তুই তো রোমে ছিলি।

সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হলো, কবিদের চিনতে পারি না।
কবি যেহেতু উভলিঙ্গ শব্দ, সে কারণেই ব্যাপারটা হয় আরো বিব্রতকর।
যারা প্রকৃত কবি তারা অন্ধত্বের দুর্ভাগ্য বোঝে না। রেগে যায়।
ক্রুদ্ধ হয়ে ফিসফিসিয়ে গালি দেয়—হায় আল্লাহ!
চোখে না দেখলে কবিতাও কি বদলে যায়?

আমি এখন মনে মনে চিত্রকল্প দিয়ে মনকে প্রবোধ দিতে চাই।
এমন কথা বলি যাতে সুঁচের ভেতর দিয়ে উট চলে যাওয়ার
গল্পটাও একজন পাঠকের জন্য কষ্টকর হয় না। আমি
চেহারার বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলেছি বলে মানুষকে মানুষ হিসেবে
চিনতে পারি। যেমন–হঠাৎ পুকুরে রুইমাছ ভেসে উঠলে বাড়ির সবাই
একসাথে বলে ওঠে—রুই, রুই, রুই।

www.pathagar.com

জিদের শহর

জিদের শহরে আছি। এ শহরে কেউ বুঝি মচকায় না কোনোদিন।
হেলে পড়ে না, কাত হয় না, চিৎ হয় না।
কেবল আকাশের দিকে মাথা তুলে গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকে।
মৃত্যুর গর্জন কিংবা বিদ্যুতের ঝলসে ওঠা দেখে পাখিরা অন্ধকারেও
ঝাঁপ দেয় যেখানে, পশুরা পালায়।
ওই তো একটা চিতল হরিণী দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে কেওড়ার কাঁটায়
ঝাঁপ দিচ্ছে।
ক্ষত-বিক্ষত, রক্তাপ্লুত শরীর নিয়ে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে চলে যাচ্ছে
বরাহের দল।
অজগর হাঁ গুটিয়ে ডুবে যাচ্ছে মাটির ফাটলে।
কিন্তু এই জিদের শহরে দাঁড়িয়ে আছি তুমি আর আমি।
কী হতো একটু কাত হলে? একটু নুয়ে পড়লে? ঠাস ঠাস শব্দে
ছুটে আসা সীসের পিণ্ড চলে যেত কানের পাশ দিয়ে
হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকে হাই তুলে মৃত্যু
বাতাসে মিলিয়ে যেত।
কিন্তু ভেঙে গেলে তুমি। যেমন ভেঙে যায় চিরস্থায়ী সেগুনের শির।
উপচে পড়ছে রক্তের ফোয়ারা। মৃত্যু তোমাকে শুইয়ে দিয়েছে
ভেঙে মুচড়ে দুমড়ে।
ও আমার প্রিয়তমা মাংসপিণ্ড, লুটিয়ে থাকো এই জিদের শহরে,
এই জিঘাংসার কংক্রিট সিঁড়িতে।
হে জিদের শহর, মানুষের রক্ত এত লাল কেন?

আমি কাত, চিৎ, অবনত, অবহেলিতের একটিমাত্র মাথা।
কারো পদতলে লুটাইনি কোনোদিন। কিন্তু মচকে যেতে
জানি, ঝুঁকে পড়তে জানি, সরে দাঁড়াতে জানি।
গুলি ও স্প্লিন্টারের ধাতব শব্দ কতবার আমার বুকের পাশ দিয়ে
চলে গেছে। আমি কি মৃত্যুকে জানি না?

আগুন ও গন্ধকের ভেতর আমাকে সাঁতার শিখিয়েছিল কুলটা এক নারী।
আমি বাঁচতে চাই বলে তাকে উদ্‌ঘাটন করি না, তার শাড়ির
বাও আমাকে মানবগন্ধী করে তুলেছে।
এখন আমি কী করি বলো? আমি সর্বপ্রাণীকে শুঁকে দেখেছি।

www.pathagar.com

আল্লার কসম, মানুষের মাথার গন্ধের চেয়ে মিষ্টি গন্ধ
পাথরে, প্রান্তরে, উপত্যকায়, পশুতে,
পাশবিকতায়, সবুজে, শ্যামলিমায়, প্রকৃতিতে
বিকৃতিতে কোথাও নেই।
ও মানুষের মাথা, পাথর হয়ে যেও না, গাছ থেকে যেও না,
কংক্রিট পাষাণ হয়ে যেও না।
কাত হও, চিৎ হও, মচকে যাও। শুধু
লুটিয়ে পড়ো না।

০৪.১০.০৪

www.pathagar.com

স্বপ্নের ভেতর দর্জি মেয়েটি

রাতভর বৃষ্টি। আর সেলাই কলের শব্দ। কে এই যুবতী?
ক্রমাগত সেলাই করে চলেছে ভাসমান মেঘের সাদাথানগুলো
সে কি সেলাই করছে আমার জন্য কাফন? তার মুখ আমি
বিদ্যুতের ঝলকের মধ্যে একবার মাত্র ঝলসে উঠতে দেখেছি।
অচেনা ঘর্মাক্ত চেহারা। নাকের নাকফুলটিতে একটিমাত্র জোনাকি।

খাটের উপর উপচে পড়ছে এক প্রবল পুরুষের নগ্নতা।

মেয়েটি আমার চেনা নয়। কিন্তু তাকে অচেনা বলার সাহস
আমি
সর্বত্র হাতড়ে বেড়িয়েছি। যতবার
হাত বাড়িয়েছি নীলিমায় ততবারই আমার নখের ভেতর
উঠে এসেছে চূর্ণ নক্ষত্রের গুঁড়ো।
ঠিক ওই মেয়েটির নাকে ঝুলানো নাকফুলের বিন্দু।
সবই তো চেনা। সেলাইয়ের মেশিন এখন জোড়া লাগাচ্ছে
সবগুলো মেঘস্তরকে। সেলাই বিহীন কাফন কে দেবে আমাকে?
মেয়েটির মুখ একবার আমার দিকে ফিরল
সে কি এখন একজন কবির নগ্নতা মাপার ফিতে বের করবে?

এই অক্লান্ত, অলৌকিক দর্জি মেয়েটির জন্য আমি আরও একবার
পাশ ফিরে শুতে চাই। সে আমাকেই মাপুক যাতে তার
কাটা কাফনের পিরহান আমার সাথে খাপ খেয়ে যায়।
সারারাত এই বৃষ্টির শব্দকে ছাপিয়ে দর্জি মেয়েটি
জোড়া দিয়েছে মেঘস্তর। তার গাল বেয়ে নেমে এসেছে
ঘামের বিন্দু। আমি তার জন্যে পাশ ফিরে শুয়েছি
সংবরণ করেছি পৌরুষ।
নখ থেকে ঝেড়ে ফেলেছি নক্ষত্রের চমক।
আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়ে যাক ওই সেলাই কলের শব্দে।

কেন যে দর্জি মেয়েটি মেঘের পর মেঘস্তর জোড়া লাগিয়ে
আমাকে ঢাকার আয়োজন করছে তা সেই জানে।

আজ আমি তার জন্য বারবার পাশ ফিরে শুয়েছি

www.pathagar.com

বালিশ ভিজিয়ে দিয়েছি চোখের জলে
বৃষ্টি ও অশ্রুজলের নদী আমার পালংক ছাপিয়ে
পৃথিবীর পেটের ভিতর আছড়ে পড়েছে।
কিন্তু সেলাই কলের শব্দ সব কিছু ছাপিয়ে এখন আমার
রক্ত মাংসের উপর এসে ঝিমঝিম করে বেজে চলেছে
আর সেলাইয়ের সুতোয় বাঁধা পড়ে যাচ্ছে আমার দীর্ঘ আয়ুষ্কাল।
পৌরুষ ও প্রবৃত্তি। কে এই অচেনা দর্জি? তার নাকফুলে
আমার আত্মা জ্বলছে।

২৪ জুন ২০০৪

www.pathagar.com

ভেঙে যেয়ো না মা আমার

যেসব শিশুদের আমি একদা হাসতে খেলতে এবং হাঁটতে শিখিয়েছিলাম
এখন তারা আমার পঙ্গুত্ব চোখের নিষ্প্রভতা এবং
নিশ্চল নৈরাশ্য নিয়ে ঠাট্টা মশকরা করছে।
আড়ালে নয় আমার সামনে। আমি ভাবি এটাই জগতের নিয়ম কিনা
আমি অবশ্য এতে কোনো চাঞ্চল্য অনুভব করি না, না-বেদনা না-দুঃখ।
কারণ আমি কালকে অতিক্রম করে আসা একটি নিভে যাওয়া
ধূমকেতু মাত্র, যেন তেজ হারিয়ে একটা শিলাপাথর। পৃথিবীর
গ্রানিটে শব্দ করে নিস্তব্ধতায় মগ্ন।

শুধু মানুষের শিশুদের যে হাঁটতে শেখাতে হয় এটা একটা
আশ্চর্য ব্যাপার। আর সব প্রাণী সয়ম্ভর, গর্ভ থেকে
নেমেই অনায়াস কর্ম-চঞ্চল। সাপের শিশু মায়ের মতো ফণা ধরছে
মায়ের মতোই বিষ সঞ্চারিণী, বাঘের শিশু হিংস্র, ঈগলের
বাচ্চা টেনে ছিঁড়ে কেড়ে রক্তাক্ত উড়ালে উড়ে যায়।
পেছনে লুটায় জগৎ।
কিন্তু আমার শিশুরা প্রথম আমার আঙুল ধরে অতি কষ্টে
দাঁড়িয়েছিল। আমার হাঁটু আঁকড়ে মুখ তুলে দেখেছিল
পিতাকে। তারপর কোমর, তারপর বুক। এখন এদের মাথা
আমার সমান। আমি আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না।
হুইল চেয়ারে এঁটে বসছে কোমর, যা একদা শক্ত চামড়ার
বেল্টে বাঁধা থেকে হিমালয় ডিঙাতে চাইতো।

আমি কী দেবে যাচ্ছি?

আমি কি বলব ধরণী দ্বিধা হও? না। বরং
আমি দ্বিধাবিভক্ত পৃথিবীকে আমার কম্পমান হাত দিয়ে
বুকে জড়িয়ে ধরতে চাই। বলতে চাই ভেঙো না।
ভেঙে যেয়ো না মা আমার।

শুধু মানুষের বাচ্চাকেই হাঁটতে হয়। মুখের ভেতর পুরে
দিতে হয় মাতৃস্তন, যতক্ষণ সে মাংসাশী না হয়ে ওঠে।

০৭.১১.২০০৪

www.pathagar.com

অন্তিম বাসনার মতো

আরেকটু এগোতে চাই। বান্ধবহীন এ মহাযাত্রায়
আর কয়েক পা। দেখো
সমাপ্তির কাছে এসে পায়ের মাংস ফুলে উঠেছে,
হাঁটুতে বিদ্যুৎ। ভর রাখার জন্য টলটলায়মান মাংসপেশী।

যারা কাঁধ বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের মধ্যে
বন্ধুত্বের বিচার করা আমার আর সাজে না।
ভর রাখতে চাই এখন যে-কোনো শত্রুর কাঁধে
যদি তার আস্তিনে লুকানো থাকে বাঁকা ছুরি,
তবে তা আমূল বসিয়ে দিক আমার বুকে।
আমার বক্ষস্থল যে-কোনো অস্ত্রাঘাতের বেদনার চেয়ে
তোমরা বৃহত্তরই পাবে।
আমাকে শুধু এইটুকু পথ অতিক্রম করে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে দাও।
আমার অন্তরাত্মা সীমান্ত ছাপিয়ে এখন স্বপ্নের মধ্যে পাখি হয়ে উড়ছে।
আমি কি আর কোনো মিত্র খুঁজতে পারি?
যার কাঁধে ভর রেখেছি, ও নির্ভরতা তুমি কি নারী?
শাড়ি পরা?
আমার স্পর্শে তোমাকে আমি পুরুষ বানিয়ে দিতে পারি
কিন্তু এর বিনিময়ে আমাকে উপচে উঠতে দাও;
পেছনে যেতে দাও।
শুধু সীমার ওপারে একটা পুরু পা না হোক
নখের কিছু অংশ মাটি খামচে ধরুক এখন।
আমি শত্রু বা মিত্র কারও চেহারার দিকে
তাকাবার অবস্থায় নেই। যদি কোনো দুশমন
মুচকি হেসে বলে আমিই তো তোমাকে
এত দূর আনলাম
তাহলে তাকেই সালাম।

স্বপ্নের মধ্যে এখন আমি পাখি হয়ে গেছি
উড়ছি, ঘুরছি নখ আঁচড়ে। মেঘের ভেতর
নিজের সমাধি ফলক বসিয়ে দিয়েছি।

www.pathagar.com

হৃদয় ভাঙার শব্দ

হৃদয় ভাঙার শব্দে মাঝে মাঝে ঘুম ভেঙে যায়।
বিছানায় হাতড়ে ফিরি। শূন্য একটা বালিশ রয়েছে–
তুলোর বালিশ
কেশতেলের গন্ধে ভরা নারীর বালিশ, ছেঁড়া চুলও আছে হয়তো লেগে
অথচ হৃদয় ভাঙার যে শব্দ কবিদের স্বপ্ন ভেঙে যায় সেটা তো প্রকৃত পক্ষে
মুগুরের শব্দ।
ইট ভাঙা মুগুরের শব্দ
প্রতিটি বাড়িতেই ঝুর ঝুর ভেঙে পড়ছে রাঙা ইট। ভাঙা ইট
দু'দিকে দুইখণ্ডে ফাঁকা।
হৃদয় ভাঙার শব্দে ঘুম পায়, ঘুম ভেঙে যায়
বলো কার সাথে কথা বলে কবি। পৃথিবী ভাঙার শব্দে
নেশা ধরে গিয়েছে খুনীর
বলো কার সাথে কথা বলে কবি
গ্রাম থেকে ধরে আনো কৃষ্ণকেশী দীর্ঘবেণী দেশোয়ালী যুবতীকে ফের
ধরে আনো নগরের পিত্‌লাচোখী স্বর্ণকেশী সুচতুরা নাগরীকে এক
শোওয়াও কবির বিছানায়
হৃদয় ভাঙার শব্দ দাও– তার কর্ণকুহরে। বলো প্রিয়তমা
হৃদয় ভাঙার শব্দ শুনুক সে, তুমি পথে বসে থাকো স্থির
চতুরতা করো নাকো, ছন্দ শিখে শুঁকে হয়ে যাও পুরুষ বালিশ।

৬.১১.০৪

www.pathagar.com

সবার মধ্যেই দেখতে পাচ্ছি আমাকে নিয়ে উদ্বেগ। আমার দিকে তীর্যক চোখের দৃষ্টি। ফিসফিসিয়ে কথা। এই তুমি লাইন ভেঙে এগুচ্ছো কেন? দেখছ না আমরা আছি? আমরা তোমার মুরব্বী। বয়সে তো বড়?

আমি বুঝলাম না, আমার একটা পা একটু আগ বাড়ানো বটে। কিন্তু আমি তো লাইন ভেঙে যাইনি।

আমি তো নড়িনি। কেন সবাই ভাবছে আমি তাদের ছাড়িয়ে যাচ্ছি? আমার চেহারাটাও আমি যতদূর জানি বেয়াদবের মতো নয়। তাছাড়া আমি অদৃশ্য পাখা কোথায় পাবো? আমি দাঁড়িয়ে থাকলেও কেন মানুষ ভাবে আমি তাদের উপর দিয়ে চলে যাচ্ছি? ভেতর দিয়ে চলে যাচ্ছি? ভেদ করে যাচ্ছি, প্রভেদ করে যাচ্ছি?

হায় আল্লাহ্! প্রভু আমার আমি দাঁড়িয়ে থাকলেও কেন গতির সৃষ্টি হয়। আমি স্থানু। কিন্তু অন্যের বিবেচনায় অশ্বারোহী। যদি আমার নিয়তি আমাকে এমনভাবে আকাশ ফাটানো বিদ্যুতের ঝিলিকে ছড়িয়ে দেয়, আমার কী করার আছে?

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সবাই আমার চেনা, আমার আত্মীয়, পরম কুটুম্বের মুখোশে ঢাকা ওইসব প্রতিদ্বন্দ্বীদের মুখোশ টেনে ছেঁড়ার দায়িত্ব তো আমার নয়, আর আমি দাঁড়িয়েও থাকতে চাই না। লাইন ভেঙে বেরিয়ে যাওয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার যে নেই, এমন তো নয়।

আমি তো প্রকৃতপক্ষে সব সীমা ছাড়িয়ে উপচিয়ে পড়তে চাই। কিন্তু আমি বিবেকহীন নই, ধর্মহীন নই, মনুষ্যত্বহীন নই। যারা আমার পোশাক টেনে ধরেছে তারা জানে আমাকে আটকে রাখার ক্ষমতা তাদের আর নেই। আমাকে পরাভূত বানাতে পারে যারা, তারা তো কেউ এ লাইনে এসে দাঁড়ায়নি। দাঁড়ায়নি অবশ্য তাদের অনুকম্পার জন্যে, ভালবাসার জন্যে। এ প্রতিযোগিতায় সেই নারীকেও দেখছি না, যার ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে আমি ভস্ম হয়ে যাই এই ভয়ে পৃথিবীতে সারা জীবন আমি পালিয়ে বেড়ালাম। গাছের আড়ালে, পর্বত ও গিরি-শৃঙ্গের পেছনে মুখ লুকিয়ে থাকলাম।
কিন্তু তবু আমার লাইনের অগ্রগামীরা ভাবছে আমি তাদের ছাড়িয়ে যাচ্ছি। মাড়িয়ে যাচ্ছি কিংবা সবাইকে হারিয়ে দিতে উদ্যত হয়েছি।

আমার আত্মার ভেতরে এক গোপন প্রেরণার শিখা দেখতে পাচ্ছি বটে। কিন্তু আমি তো

www.pathagar.com

তা নিজে জ্বালাইনি। আমার প্রভুর দিকে বারবার সিজদা দিতে দিতে
অকস্মাৎ মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি কী যেন একটা ঘটে গেছে। আমার
সুরত আগের মতোই ঠাণ্ডা, চোখে বিদ্যুতের বিভা। কেউ না জানলেও
আমি তো জানি আমার পিঠে অগ্রভেদী দু'টি ডানার নিক্কণ। আমি
ছাড়িয়ে যাবো এটা কোনো ব্যাপার নয়। বড় ব্যাপার হলো, যারা আমার দাঁড়িয়ে
থাকাতেও গতির বিদ্যুৎ দেখতে পায় তারা ঈর্ষাকাতর। মৃত্যুর স্তব্ধতায় তারা স্থবির।
যারা নিঃশব্দ গতির ধাবমানতাকে নিজেদের মাথা দিয়ে মাপে তারা বামন।

আমি দাঁড়িয়ে থাকলেও তাদের ছাড়িয়ে যাই।

০৬.১১.০৪

www.pathagar.com

নাবিক

দেখো আমার মুখের দিকে।
মনে হবে নোনা তরঙ্গের উপর ডানা মেলে দিয়েছে এক গাঙচিল।
মনে হবে ফেনার আলোড়নের মধ্যে আমার জন্ম
মনে হবে মাটি নয় তরঙ্গই আমার আবাস।

আমি জানি ঢেউয়ের ভেতর শুয়ে আছে
আমার কত পূর্বসূরি
ঢেউয়ের ভেতর আমি তাদের চোখ, চোখের মণি
মুক্তা হয়ে যেতে দেখেছি
তাদের হাড়গোড় এখন প্রবাল
তাদের কত স্বাদ ছিল, স্বপ্ন ছিল
কত বন্দরে তারা প্রেমের নোঙর ফেলেছিল
এখন তাদের হাড় প্রবাল হয়েছে নুনের মধ্যে

বলো নাবিকের উত্তরাধিকার কী? স্বপ্ন ছাড়া আর কিছু নয়।
দীর্ঘশ্বাস ছাড়া আর কিছু নয়।
নাবিকের লাশ মাটি পায় না
তরঙ্গে ভেসে যায় তার অবশেষ
কোনো অবসন্নতা নেই যেমন সমুদ্র ঘুমায় না।

উদয় ও অস্তের দৃশ্য দেখার জন্য
তীরের মানুষেরা সমুদ্রের কাছে আসে।
কী তারা দেখতে পায়? অনিঃশেষ লবণ
ফেনিল তরঙ্গ তুলে অনন্ত কাল ধরে নাচছে।

সমুদ্র হলো এই পৃথিবীর একটি পরম সত্য
মানুষ যখনই ক্ষুধার্ত হয়
পৃথিবী যখন আর তার আহার যোগাতে পারে না
তখন সাগর তার পেট খুলে দেয়।

কত প্রলোভন একজন নাবিককে ডাকে
ক্ষণস্থায়ী আনন্দ বন্দরে বন্দরে নগ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে

www.pathagar.com

কিন্তু একটি বিশাল দীর্ঘশ্বাস নোঙর তুলে নিয়ে আবার ভেসে পড়ে
কারণ দরিয়া কোনো দিগন্ত মানে না
কে এই আদি হাতছানির আদি স্রষ্টা
শুধু অসীমের দিকে তাকিয়ে থাকা ছাড়া
এ প্রশ্নের কোনো জবাব নেই।

অতৃপ্ত প্রেম নিয়ে বন্দরে বন্দরে আমরা রেখে আসি আমাদের অশ্রুজল
যা সমুদ্রের মতোই নোনা এবং অদৃষ্টের মতোই সীমাহীন।

১৮ জুলাই ২০০৪

www.pathagar.com

কতবার ভেবেছি কবির আংরাখা আমি খুলে ফেলি কিন্তু জগতের সবগুলো চোখ আমার নগ্নতা অবলোকনে উদ্গ্রীব। তুমি তো জান কবির কোনো বন্ধু হয় না। যেমন রাজার কোনো বন্ধু থাকে না। আমি আমার পোশাক তোমার পালংক স্পর্শ করে খুলে ফেলতে চাই। চুমকির কাজ করা এই পিরহান, দামেস্কের দর্জির তৈরি এই কোট, রেশমের ঝলকানো এই পাজামা, এক লক্ষ মুক্তো বসানো অজগরের চামড়ার এই কটিবন্ধ আমি তোমার বিছানায় শিথিল করে তোমার পাশে শুয়ে পড়বো। একটা জগৎ দেখার যে ক্লান্তি তা আমার নয়নে এতদিন জমা ছিল এখন ঘুমুতে চাই।

এসো আমরা পরিত্যক্ত পৃথিবীর কথা আলোচনা করি। তুমি এখানে এই দুঃখহীন অনুতাপহীন অভাবহীন বাসস্থানে কীভাবে থাকবে? এখানে তো কোনো মৃত্যু বা বিনাশ নেই। অশ্রুজল বা দীর্ঘশ্বাস নেই। যেখানে শোক নেই হাহাকার নেই ক্ষুধা বা উপোস নেই সেখানে সুখের স্বাদ আসলে কেমন তা আমি চাখতে এসেছি।

আমার কেন পৃথিবীর কথা এত মনে পড়ে। কেন মানুষের রোদন ও আক্ষেপের দুনিয়া যা আমরা ফেলে এসেছি অনেক দূরে একটা ভেজা মাটির বিশাল গোলাকার গ্রহে যা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে একটি তারা হয়ে জ্বলছে। তার কথা ভুলতে পারি না।

আমি কেন নেবু ফুলের গন্ধেভারী বাতাসের কথা আমার স্মৃতি থেকে মুছে ফেলতে পারি না? নদীর তীরে জোনাকি ভরা সেই গ্রাম খড়োঘরের একটি চালার নিচে তোমাকে প্রথম চুম্বনের সেই স্মৃতি কেন অনন্ত সুখের মধ্যে এসেও আমাকে অশ্রুসিক্ত করতে চায়? কে জানে? আমরা তো অনন্তকালের উপযোগী দেহাবয়ব পেয়েছি। কিন্তু কেন সেই রোগ জরজর মশা-মাছির গুঞ্জনের মধ্যে তোমার মরদেহের ক্লান্তি স্পর্শ করার পার্থিব বাসনা এখনো আমার অমরত্বের শরীরের নিচে গুমরিয়ে মরছে। তবে কি তুমি সেই তুমি নও?
ও বিশালাক্ষি, কাঞ্চনকান্তি, অমরযৌবনা, কেন মৃত্যুময় পৃথিবীর স্মৃতি আমাকে এত আকুল করে রেখেছে? আমি কবি এই কি অপরাধ? ও নেবু ফুলের গন্ধ, ও নদী তরঙ্গে ভেঙে পড়া চাঁদের স্মৃতি ও বিলুপ্ত পৃথিবীর হাওয়া, আমার কবিত্বকে আমার প্রিয়ার পালংঙ্কে আর আমাকে তোমাদের আঁচলের হাওয়ায় কেন ঘুম পাড়িয়ে দাও না?

১৯.২.২০০৪

www.pathagar.com

মেঘ থেকে মাটি পর্যন্ত

আমি নিজের মধ্যে আমার ইচ্ছেমতো ঋতু পরিবর্তনের আবহাওয়া
তৈরি করে নেওয়ার অবস্থায় পৌঁছেছি
না অন্ধত্ব না বার্ধক্য
কেবল অস্তিত্বের কার্যকারণ আমাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে আকাশের দিকে
মেঘের ওপর ঠেস দিয়ে আমি পৃথিবীকে দেখি
দেখি আমার জন্মের দ্বীপদেশকে
খুব মৃদু শব্দে উচ্চারণ করি, বাংলাদেশ
এত মৃদু যে আমার অন্তরের শব্দ আমার কানে পৌঁছোয় না।

একদা আমি এ দেশের প্রতিটি পাখির ডাক থেকে
অর্থ বের করতে পারতাম
পালক থেকে রঙের রংধনু
আমি এ দেশের প্রতিটি নদীকে আমার বুকের ভেতর
টেনে এনেছি
এখন সব ভুলে যেতে চাই
কারণ ভালবাসার কথা বললেই একটা প্রতিদানের প্রশ্ন
টেরচা হয়ে আমার বুকের মধ্যে লেগে থাকে
আমি তো কোনো প্রতিদান চাই না
আমি কোনো প্রেমিকও নই যে আমার একটা প্রতিচ্ছায়া থাকবে
বড়জোর একজন কবির পরিণাম চিন্তা করে
আমি মেঘ থেকে মাটি পর্যন্ত পা ছড়িয়ে শুয়ে থাকি
আমাকে দেখে হিংস্র পশুরা দ্রুত এগিয়ে এসে গাত্রগন্ধে
বিতৃষ্ণা ব্যক্ত করে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে যায়
পিঁপড়ে থেকে বাঘ পর্যন্ত আমাকে ছোঁয় না
শুধু মানুষই এখনো আমার প্রতি তাদের ক্রোধ ব্যক্ত করে
তারা কবিতার প্রতি তাদের অনাস্থা জানাতে গিয়ে
ঈর্ষার করাতে আমাকে কাটতে চায়
কিন্তু দেহ শত খণ্ডে বিভক্ত করেও যখন কোনো
রক্তের স্বাদ পায় না
তখন হাল ছেড়ে চিৎকার করে বলে, 'শালা, সত্যি কবি।'
এ কথায় আমি আর শুয়ে থাকতে পারি না।
আমি আমার জন্মভূমির ধানক্ষেতগুলোর মতো
নড়েচড়ে বসি। শস্যের গন্ধে

www.pathagar.com

আমার চতুর্দিকটা ম' ম' করতে থাকে।

আমি তো আগেই বলেছি, এমন অবস্থায় এখন আমার
বিশ্রাম যে, এই গ্রীষ্মের দাবদাহে কল্পনা আমাকে
পৌষের শীতে থরথর করে কাঁপায়
ইচ্ছে করলে আমি শীতকে গ্রীষ্ম এবং গ্রীষ্মকে
শীতে পরিণত করতে পারি
যে যাই বলুক, এর নামই তো কবিত্ব শক্তি
তবে শত কল্পনার মধ্যেও আমি নারীকে
পুরুষে পরিণত করতে পারি না
যদিও নারীরা সব সময় নিজেদের পুরুষই ভাবে
অথচ পৌরুষে তাদের আকাঙ্ক্ষার কোনো তৃপ্তি নেই।

আমি প্রেমকে ভয় পাই। কারণ
আসঙ্গলিপ্সা কবিকে অর্ধেক নারীত্বে নিমজ্জিত করে
এখন আমার নারীর কাছে একমাত্র কাম্য দয়া আর শুশ্রূষা
শিশুরা যেমন ক্ষুধার্ত হলে মাতৃস্তনের জন্য কেঁদে ওঠে, আমিও
মায়া ও মমতার জন্যে আমার দেশমাতৃকার নগ্ন ব-দ্বীপে
একাকী রোদন করি। আমার সাথে প্রকৃতি, পাখ-পাখালি
কীট-পতঙ্গ এবং শূন্য মাঠ মা মা করে কেঁদে ওঠে।

তুমি কি শুনতে পাও, বাংলাদেশ?

১৮.০৫.২০০৪

www.pathagar.com

আমার জীবনতরী দুলছে। যাকে বলি মরণপয়োধি
এখন তার উত্তাল তরঙ্গের মধ্যে পাল নামিয়ে ফেলেছি।
গন্তব্যে পৌঁছার আগেই খসে যাচ্ছে মেধা, মনন, যৌবন
ও স্মৃতি। এমনকি তোমার মুখও মনে পড়ে না।
কেবল ভাঙাচোরা কিছু বিষয় মাঝেমধ্যে আকাশ ফাটা
বিদ্যুতের চমকে আমি ইতস্তত বিক্ষিপ্ত দেখতে পাই।
ভাসছে আমার দুটি চোখ, ভাসছে আমার মগজের কিছু অংশ।
আর ঘাউড়া মাছের ঝাঁক ঠুকরে নিয়ে যাচ্ছে
ঐসব হলুদ পদার্থ পাতালে।

আমি আমার বাসনার পাত্রটিও ভাসিয়ে দিলাম। পাত্রের
ভেতর থেকে একটা সাপ ফণা গুটিয়ে তরঙ্গে মিলিয়ে গেল।
আমি এর নাম দিয়েছিলাম নফ্‌স।

কী আর অবশিষ্ট রইলো এ নিয়ে আমার কোনো মাথাব্যথা নেই।
কিন্তু আমি যেখান থেকে এসেছিলাম তারা ভিড় করে তীরে দাঁড়িয়ে
আমার শেষ দশার দশানন দেখে গালমন্দ করছে। এ সবি
আমার প্রাপ্য বৈকি।

আমি দাঁড়িপাল্লার সামনে এসে দাঁড়ালাম। কিন্তু ওজন করার
কোনো কিছুই তো আমার নেই। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে
আমার আত্মাকে বুক থেকে খুলে হাত বাড়িয়ে ঐ মানদণ্ডের
ওপর রাখলাম। একটি পাখির বাচ্চার মতো মুখ খুলে
কেঁদে উঠলো আমার প্রাণ। আমি শুধু বোঝাতে চাইলাম
আমার নির্মাতাকে আমার এই কোমল ডানাওয়ালা আত্মা
উৎসর্গ করতে এসেছি। আমার কোনো ওজন নেই
না-পাপের, না-পুণ্যের। তবে জগতের অন্যতম বিলাপ
আমার কান্না। এই নাও কান্না।

পৃথিবীর উঁচু এভারেস্টের মতো দুঃখের পর্বত আমি নেয়ে এসেছি
সাহারা মরুভূমির চেয়েও বিস্তৃত আমার অনুতাপ।
আর আমার প্রেমের পরিধি হলো সীমাহীন শূন্যতার

www.pathagar.com

মধ্যে ভাসমান ঐ নীহারিকাপুঞ্জ।
নারী বলতে আমি একটি মুখই স্মরণ করতে পারি;
শান্তি বলতে একটি মুখ, সহবাস বলতে সেও তো
একটি মাত্র মুখ। এমন লোকের প্রাপ্য কে নির্ধারণ করবে?
যেখানে দোজখের আগুনও আমাকে খেতে চাইছে না।
ও কৃষ্ণ গহ্বর আমাকে খেয়ে ফেল।

আমি পরিণামের একটি স্তর মাত্র।

এখন কোনো প্রশ্ন বা প্রতিভার কথা কেউ বলে না।
কিন্তু এখানে তো আমার শেষ নয়, আমার কোনো বিলয়
ঘটছে না। তাহলে আমি থাকছি কেন? আমি মাটি,
পাথর বা ছোঁয়া যায় এমন কোনো বস্তুকণা তখনও যেমন
ছিলাম না, এখনও তো নই। তাহলে আমি আছি কেন?
আমি কেন আশা করি আমি থাকবো? ভালো বা মন্দের
ব্যাপার নয়, কারণ আমি ভালো বা মন্দ কিছুই নই। তাহলে
আমি কী? আমি যতদিন তোমাদের মধ্যে ছিলাম, ততদিন
আমি স্বপ্নের কথা বলেছি, নারীর কথা বলেছি, নিসর্গ ও
নিয়মের কথা বলেছি, সর্বোপরি আমার প্রতিপালকের
কথা বলেছি।

কিন্তু আমার মত নির্মাণের অর্থের কথা তো বলিনি।
আসলে আমি জানি না আমি কী। তবে সব সময় আমি
ক্ষমার দিকে মাথা ঝুঁকিয়ে রেখেছি। না দেখেও উবুড় হয়ে
পড়ে থেকেছি। এখন আমাকে নিয়ে আমার কোনো বেদনা
অনুভূত হচ্ছে না। চিমটি কেটে বা ছিদ্রের উপর ছিদ্র করে
আমি আর এগুবার মতো কোনো রন্ধ্র খুঁজে পাই না।
এবার আমার সমাপ্তির কথা ভাবতেই হয়।
কিন্তু সিঁড়ি খুঁজে পাচ্ছি না। হাতল খুঁজে পাচ্ছি না।
দিন ও রাতের আবর্তন বা উদয়াস্ত খুঁজে পাচ্ছি না।

০১.০৬.২০০৪

www.pathagar.com

কিছুকাল যাবত কিছু একটা পচে যাওয়া দুর্গন্ধ
আমাকে কেবলি তাড়না করে ফিরছে। গন্ধটা কোথা থেকে আসছে
তা বুঝতে না পারলেও এটা আন্দাজ করতে পারছি কাছেই
কী একটা যেন মরে পচে এ দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে।
আমি প্রতিটি নদীর পানি নাকের কাছে এনে
শুঁকে দেখেছি। না, মেঘনা যমুনা পদ্মা এই সব
স্রোতস্বিনী মাঝে মাঝে শুকিয়ে তলপেট বের করে দিলেও
পচা গন্ধটা নদী থেকে আসছে না।
পাহাড়-পর্বত, বৃক্ষরাজি, নাও-নদী সব কিছু আমি
শুঁকতে শুঁকতে হয়রান।

একদা গাঁয়ের বাড়িতে কোথাও ইঁদুর মরে গেলে
যেমন দুর্গন্ধ ছড়াতো আর তা দ্রুত অপসৃত করার জন্য
যেমন আমরা সবাই সবকিছু ফেলে ওই দুর্গন্ধের কারণ
উৎপাটন করতাম, এখন আমার নাকের কাছে
তীব্র পচা গন্ধটা আমাকে, আমার পরিবারকে, আমার
প্রতিবেশীদের মুহ্যমান করে ফেললেও আমরা নাচার।

খুঁজে পাচ্ছি না। ধরতে পারছি না। দেখতে পারছি না।

অথচ বিনিদ্র রজনী নিঃশব্দে কাটিয়ে দিয়ে
বারবার জেগে উঠছি।
আমি প্রতিবেশীদের জিজ্ঞেস করে দেখেছি। তারাও
আমার সাথে একমত। হ্যাঁ, একটা পচা গন্ধ আছে বটে।
কিন্তু তারা তা অসহনীয় মনে করছে না। তাদের ধারণা কত কিছুই তো
সময়ের সংঘাতে মরে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে। তাতে কেউ তো আর
দেশান্তরী হয়ে যাচ্ছে না। প্রাত্যহিক সূর্যের খরতাপে এই
বাসি গন্ধটাও থাকবে না। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।
কিন্তু এটা তো আমার জন্য কোন প্রবোধ নয়
শেষ পর্যন্ত আমিও যখন হাল ছেড়ে দিয়েছি
ঠিক সে সময় আমার ভিতরের একটা প্রকোষ্ঠ,
যা হৃদয়ের বাঁ পাশে থাকে, এর অদৃশ্য

www.pathagar.com

ডালা খুলে দিল। বুঝলাম এখানেই হয়ত
কিছু একটা মরে হেজে গেছে। গন্ধটা সেখান থেকেই।
অথচ লালনের গান থেকে আমি এ প্রকোষ্ঠের
নামকরণ করেছিলাম মনুষ্যত্ব। তবে কি আমার
কলজের পাশে সেই অচিন কুঠুরিতে মরে গেছে
কলরব মুখর পাখির ছটফটানি?

১৮ অক্টোবর, ২০০৪

www.pathagar.com

আমি ইচ্ছে পুরনের মাটি নই

যারা আমাকে পরামর্শ দিতো মানুষ একা থাকতে
পারে না। তারা হয়তো সত্যিই বলতো। কিন্তু আমি
ছিলাম অনমনীয়। ছিলাম একটা পোড়ামাটির
পাত্রের মতো। কারো ক্রোধ হলে পাত্রটিকে
পাথরে আছড়িয়ে চূর্ণ করতে পারবে। কিন্তু
দুমড়ে মুচড়ে আবার কাদার মতো ইচ্ছে
পুরণের মাটিতে পরিবর্তন করতে পারবে না।

প্রকৃত পক্ষে আমি অর্ধেক মানুষ আর বাকি
অর্ধেক তো কবিতা। সম্পূর্ণ মানুষ বলেতো
কখনও গণ্য হইনি, কেউ মানে নি।
বলো, এজন্যই কি আমি এতো একা?
ইতিহাসের তীর্যক গতির মধ্যে যারা এই
বিজয়ের পতাকা উড়িয়েছে চেয়ে দেখি
তাদের বয়স খুবই কম। তারা জানেও না
পতাকা ওই সূর্য কাদের রক্তে ভিজে
আছে। তারা লাল রঙটা দেখে আর
খলখলিয়ে হাসে। কিন্তু আমি তো জানি
সেখানে জমাট বেঁধে আছে মানুষের
রক্ত। যারা যোদ্ধা ছিলো।

যাদের নাম শহীদের তালিকায় নেই।
অথচ আমি তাদের নাম জানি।
কেউ জিজ্ঞাসা করুক? আমি তাদের নাম
একের পর এক বলে দিতে পারি। তোমরা
তাদের নামের পরে কোনো যতি চিহ্ন
ব্যবহার কোরো না। না কমা, না দাড়ি।
তারা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কথা নিয়ে মাথা
ঘামায় নি। কারণ চেতনার চেয়ে তাদের রক্তই
ওই পতাকায় জমাট বেঁধে আছে বেশী। অসহ্য
লালে রঞ্জিত। আমি কি উচ্চারণ করবো
তাদের নাম?

www.pathagar.com

আমি জানি কেউ তাদের নাম শ্রবণেন্দ্রিয়ে
ধারণ করতে পারবে না। তাদের সব পর্দা ফেটে
যাবে। তারা পালাবে লেজ গুটিয়ে। যেমন চির
পরাজিতেরা গর্তে লুকোয়। তেমনি।

সাবধান আমার প্রতিটি কাব্যে বাক্যে উপমায়
অলংকারে আমি লুকিয়ে রেখেছি তাদের নাম।
এক একটা শতাব্দী এসে সে সব নাম উচ্চারণ
করতেই থাকবে।
পালাও হারামজাদারা। কোথায় পালাবে?
এক একটি শতাব্দীতে এক একটি নামের
পৃষ্ঠা বাতাসে উল্টে যাবে। পালাও
হারামজাদারা। কোথায় পালাবে?

১২ ডিসেম্বর ২০০৪

www.pathagar.com

অগ্রহায়ণ

আমি এই মধ্য অগ্রহায়ণের আকাশে মেঘের গম্বুজ ভেঙ্গে পড়তে দেখছি
কেউ তো আমার মতো অকাজের কারিগর নয়
যে মাটির উপর বিছানো মানবিক শত সমস্যা
মেলে রেখে আকাশের দিকে তাকাবে? ও অগ্রহায়ণের আকাশ
ঝরাও বৃষ্টি, এখন ঘরে ঘরে নবান্ন চলছে
মাঠগুলোতে উদ্‌গমের কাজ অবসন্ন কিন্তু আমার এখন বৃষ্টি দরকার
উদ্ভেদ ও উদ্‌গম দরকার।

যে নারী আমাকে পরিশ্রান্ত ভেবে, যার মাতৃদ্বার
রুদ্ধ করে দিয়েছিলো, তার মুখে প্রসন্নতা ছিটিয়ে দিয়ে
বর্ষাও বৃষ্টি কিংবা নামিয়ে দাও
মেঘের ভেতর থেকে মানব বা দানবের অংকুর। আমি,
হে অগ্রহায়ণের আকাশ
সত্তর বছরের এক পুরনো পানসিতে বৈঠা বেঁধেছি
নাওয়ের গলুইয়ের নিচে অংকিত করেছি
আমার প্রিয়তমা নারীর আয়ত দু'টি চোখ।
ঝরাও বৃষ্টি-অনবরত, অবিশ্রান্ত; অবিরাম।

হে অগ্রহায়ণের আকাশ, বাংলাদেশের মেয়েরা যখন
মানব বা দানব জন্ম দেবার ভয়ে-মাতৃদ্বার
হাত দিয়ে চেপে ধরেছে তখন তাদের কানে এই বার্তা
পৌঁছে দাও এক কবির, এক অব্যর্থ কথার কারিগরের-
হে ব্যর্থস্তনী জননীরা আমার, তোমরা না হয়
গাছেরই জন্ম দাও, শত শত বনস্পতি-
ডালপালা মেলে দিক বাংলার আকাশে। কিন্তু
জন্ম বন্ধ করে দিও না, নিষ্ফলা করে দিও না
মাতৃত্বের বৈভকে। গাছ চাই। বৃক্ষের
ডালপালায় আচ্ছাদিত হোক মাটি ও মাতৃজঠর।

০১ ডিসেম্বর, ২০০৪

www.pathagar.com

এই পতাকার সূর্য সাক্ষী

দ্যাখো আজ পতাকা দেখারই দিন।
কলরব করে ওঠো, উচ্চারণ কর
মুক্তির ভাষা। আমিও তোমাদের সাথে দেখতে থাকি।

তোমাদের সাথে আমার অপরিচ্ছন্ন দৃষ্টির অশ্রুসজল
চোখ দু'টি মেলে দাঁড়িয়ে থাকি। কী লাল, সবুজ
পতাকার মধ্যে গোল হয়ে বসে আছে,
মনে হয় যেন পৃথিবীর মুক্তিকামী মানুষের
রক্তের লোহিত কণায় অঙ্কিত হয়েছে এ সূর্য।

আমার ভেতরে কলরব করে ওঠে কত মুখ
কত আকাঙ্ক্ষার উজ্জ্বল দৃষ্টি। যারা আর
ফিরে আসেনি।
একজনের কথা মনে পড়ছে। মনতলা স্টেশনের
পাশ দিয়ে বামটিয়া বাজারের দিকে চলে গেছে যে পথ
সেখানে ছিল তার ক্যাম্প। ট্রেনিং নিতে গিয়ে
তার কুনুই থেকে রক্ত ঝরে ক্ষত হয়ে গিয়েছিল।
ফেরেনি সে। তার মাকে সান্ত্বনা দেয়ার ভাষা বা শব্দ
বাংলা ভাষার অভিধানে ছিল না। কিন্তু তার মার
সামনে দাঁড়িয়ে আমি যে ইংগিতে কথা বলেছিলাম
তাতে মহিলা শুধু একবার আকাশের দিকে তাকিয়ে
ওই গোল সূর্যের মধ্যে তার পুত্রকে দেখেছিল,
অশ্রুসজল চোখে।

আরো একজনকে জানতাম–সে কুমিল্লা থেকে
বেরিয়ে পড়েছিল যুদ্ধের দিকে। গুলিটা লেগেছিল
তার কোমরে। আগরতলা হাসপাতালে আমি তাকে
দেখতে গিয়েছিলাম। ডাক্তাররা বিষাক্ত শিশার টুকরো
নিখুঁতভাবে বের করতে পারলেও সে আর হাঁটতে পারেনি।
তাকে হুইল চেয়ারে বসিয়ে আমি নিয়ে গিয়েছিলাম
মুক্তির উৎসবে। ওই পতাকার লাল অংশে তার খানিকটা
রক্ত আছে। আমি সব সময় দেখি আর তার কথা ভাবি।

www.pathagar.com

কী অবলীলায় তার নাম বাদ দিয়ে লেখা হয়ে যায়
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস! সে ছিল কুমিল্লার একটি
হিন্দু পরিবারের মেয়ে। তার পিতার উপজীব্য ছিল
সংগীত। আমি সাক্ষ্য দেই যে, পতাকার ওই লাল অংশে
তার রক্তের লোহিত কণিকা মিশ্রিত আছে।
হে ইতিহাস, লেখো তার নাম।

কুষ্টিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ছেলেটি।
কুষ্টিয়ার কাস্টম কলোনির পাশে, সে ঝাঁপিয়ে
পড়েছিল শত্রুদের জিপকে উড়িয়ে দিতে।
খণ্ড খণ্ড হয়ে উড়ে গিয়েছিল তার বাহু, উরু ও
পিঠের কিছু অংশ। হাসিবুল ইসলাম
আল্লাহু আকবার বলে সে আক্রমণ করেছিল।
তার বুক থেকে কলজে উড়ে গিয়ে ওই
পতাকায় লেগে আছে।
লেখো তার শেষ উচ্চারণ আল্লাহু আকবার।

কলরবমুখর হে ঢাকা মহানগরী
তোমাকে লিখতে হবে ওই রক্ত গোলকে
অসাধারণ বিবরণ। দেখতে হবে ইতিহাস নির্মাণ
করে কারা? আর কারা কেড়ে নেয় বীরত্বের পদকচিহ্ন!

দ্যাখো আজ পতাকা দেখারই দিন
কলরব করে ওঠো, উচ্চারণ কর–
মুক্তির ভাষা। আমিও তোমাদের সাথে দেখতে থাকি।

www.pathagar.com

রোদনের উৎস

আমার জন্যে যাদের দুশ্চিন্তার শেষ ছিল না, ভাবত অকাজের কাজী লোকটা
আল্লা মালুম কোথায় হুমড়ি খেয়ে মরবে। কথা শোনে না, সাহায্যের
হাত বাড়ালেও ধরে না; একাকী শূন্যে হাতড়ে বেরিয়ে যায়। মনে হয়
যেনো বাতাসের পালক শক্ত করে ধরে আছে। অথচ দেখ, এই শহরে
কত খানাখন্দ! ম্যানহোলের ঢাকনাহীন পথের প্রতিটি বাঁকে মৃত্যু
হা করে আছে! কে তাকে ফেরাবে?

এই হাহাকার উদ্বেগ উৎকণ্ঠা, উদয়াস্ত আত্মীয়তা অতিক্রম করে আমি, সেই
লোকটা বাতাসের পালক টেনে ছিঁড়ে উড়ে যাচ্ছি। স্বপ্ন থেকে
স্বপ্নে। আশা থেকে অধিকতর আশায়। ভাষা থেকে ভাসমান প্রতীকের
গম্বুজে। আমি আনতে চলেছি ও মায়াবী ঢাকা শহর, তোমার জন্যে
স্বপ্ন, স্বস্তি, প্রেম এবং সুখনিদ্রা। আমাদের নিয়ে এত দুশ্চিন্তা কেন?
কেউ কি স্বপ্নাহারি কবির দায়িত্বজ্ঞান নিয়ে প্রশ্ন তোলে? সবাই তো ভাবে
কবির আবার ক্ষুৎ পিপাসা কী? আশ্রয় বা আস্তানা কী দরকার?

আমি তোমাদের কোনো প্রশ্নেরই জওয়াব দিতে অস্বস্তিবোধ করি। তবু
আমার জন্যে কাঁদা অন্তত দুটি চোখ আমি পুঁতে রেখে এসেছি
পদ্মার এক চরে। সেই দুটি চোখ থেকে বেড়ে উঠেছে দুটি অদ্ভুত
উদ্ভিদ। তারা হাওয়ার দোলায় ফুটিয়েছে অশ্রুজল, কান্নার গুঞ্জন।
তা না হলে পৃথিবীতে বোধহয় রোদনধ্বনি লুপ্ত হয়ে যেতো।

আমি যদি স্বপ্নের বীজ থেকে কোনো অশথের ডাল-পালা
মেলে দিতে নাও পারি, আমার উমে যদি না ফোটাতে পারি হরিয়ালদের
লালখাদ্য, অশথের লাল ফল, তাহলে কান্নার বীজ থেকে কেনো
আমি কান্না ঝরিয়ে দেব না?

১৮ ডিসেম্বর, ২০০৪

www.pathagar.com

এ কেমন দুলুনি?

যখন কেউ বলে লেখো,
আমার হাত কাঁপতে থাকে। বুঝতে পারি না
এ কোনো অভিজ্ঞতার দুলুনি কি-না। তবে হলফ করে বলতে পারি
এটা বয়সের ভারে কম্পমান অবস্থা নয়।
অভিজ্ঞতা বলতে আমিতো বুঝি একটা যুদ্ধক্ষেত্র
সামনে খোলারাখা চোখ, ট্রিগারে আঙুল
তারপর শুধু ধাতব শব্দের একটানা ঝঙ্কার
তবে কি সত্যিই আমার অভিজ্ঞতায় কেবল গুলির শব্দ?
আমি ফিরে আসতে চাই সর্বপ্রকার হিংস্রতা থেকে
মুছে ফেলতে চাই অতীত মৃত্যুর জানা ও অজানা ইতিহাস
এ জন্যেই মানুষকে আর বন্ধু করতে পারি না।

এইতো এখন আমি বৃক্ষের সাথে কথা বলতে শিখেছি
পাখি ও পতঙ্গের সাথে। অথচ যারা জবাব দেয় না
কিন্তু যাদের জীবন আছে তাদের প্রতি আমার মায়া
ও মমতার তরঙ্গ আমি বইয়ে দিয়েছি প্রকৃতিতে,
নিসর্গের রন্ধ্রে রন্ধ্রে।

যুদ্ধের অভিজ্ঞতা আমাকে ভেতর থেকে বিধ্বস্ত করে চলেছে।
সেই ভাঙ্গা টুকরো আর জোড়া দিতে পারবো না।
আমিতো আর গাছপালার মধ্যে দিন যাপন করতে পারি না।
আমাকে ফিরে আসতে হয় এমন এক নারীর কাছে
যে আমাকে চেনে বলে দাবি করে। আমাকে চেনে?
এটাতো এক ভয়াবহ কথা। আমাকে চেনা মানে তো হলো
হিংস্রতাকে চেনা। অমানুষকে চেনা। অপরাধীকে চেনা।

আমি তার পাশে শুয়ে পড়ি, তার গন্ধ শুঁকি, তাকে বীজ বোনার
ক্ষেত্রের মতো ভাবি। কিন্তু তার দৃষ্টি উদাসী। মনে হয় আমার ভেতর দিয়ে
সে অন্য কাউকে দেখছে। এমন মানুষকে, যে সত্যিই একদা কবি ছিল।
আহা আমি যদি তার ওই উদাসীন দৃষ্টির
লক্ষ্যস্থল না হতাম, কতই না ভালো হতো।
কী ক্ষমাহীন সেই চাওনি।

৫ ডিসেম্বর ২০০৪

www.pathagar.com

অদম্য চলার ইতিহাস

যারা আমাকে এ অদম্য চলার পথে নিয়ে এসেছে
তারা তো সবাই জানে আমার পা পাথর,
দৃষ্টি শক্তি স্বপ্নের কুয়াশায় আচ্ছন্ন।
তবু মানুষের মন বলে একটা কথা আছে। আছে না কি?
হ্যাঁ, মন বলছে এখনও আমার দিগন্তে পৌঁছার
খানিকটা পথ বাকি।

মানুষের কান্না, শিশুর কলরব, নারীর হা-হুতাশ-
আমি তো পার হয়ে এসেছি। কিন্তু কিছু মুখ
আকাশের নীলিমায় নবমির চাঁদ হয়ে
জোছনা ছড়াচ্ছে। কে বলে কবির কোনো
পিছু টান নেই? কে বলে কবির হাতে কোনো নিশান
থাকে না? কে বলে মানুষের চোখের পানির চেয়ে
অমরতাই কবির কাম্য। কেউ বিশ্বাস
করুক বা না করুক- এই মরজগতে মৃত্যুই সুন্দর।
সব অমরতার গল্পই কীটদ্রষ্ট কাগজমাত্র।

আমি শুরু করেছিলাম রাতের অন্ধকারে
উদয় কালের যাত্রা। আমি পৌঁছাতে
পারিনি বলে, আমার পা ভারি পাথর
হয়ে এসেছে বলে আমার সঙ্গিরা
সেখানে পৌঁছবে না, তা কে বলতে পারে?

তাদের গতির শব্দ আমাকে পেছনে রেখে
আফসোসের কফিনে মর্যাদার সাথে
শুইয়ে দিয়ে উদয় দিগন্তের ছবি আঁকা
পতাকা বাতাসে বাজাতে বাজাতে এগিয়ে যাচ্ছে।
তাদের বিজয়ের ধ্বনি আমি মৃত্যুমগ্ন
কর্ণকুহরে ধারণ করে আল্লার শুকরিয়া
করি। আহা যিনি আমার শ্রবণেন্দ্রিয়
দিয়েছেন তিনি কতই না মহান। আমি থাকবো
না বলে যারা বিলাপ করে এবং একই সাথে

www.pathagar.com

যারা আনন্দ করে তারা সমান মূর্খ।
আল্লার করুণা প্রার্থনা করি তাদের জন্য-

আমি থাকবো না, এর চেয়ে আনন্দের
সংবাদ আর কি হতে পারে। পৃথিবীটাতো
না থাকারই জায়গা। যারা ছিলেন
তারা তো মাত্র একটি শতাব্দীর মধ্যে ইতিহাসে
মিলিয়ে গেছেন। ইতিহাস? আমার হাসি পায়!

১২ ডিসেম্বর ২০০৪

www.pathagar.com

ISBN 984 412 450 6